জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

গ্র্যামি জয়

গ্র্যামি পুরস্কারে ভারতের জয়জয়কার। উস্তাদ জাকির হোসেন, শঙ্কর মহাদেবন, গণেশ রাজাগোপালন, ভি সেলভাগণেশ জিতলেন। সঙ্গে বংশীবাদক রাকেশ চৌরাসিয়াও

ভারতের জয়

বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ১০৬ রানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত। ম্যাচের সেরা জসপ্রীত বুমরা। জয়ের আরও দুই নায়ক যশস্বী ও শুভমন

ফেব্রুয়ারিতেই আরও ৪৩টি নয়া বাস পাচ্ছে এনবিএসটিসি

নারী নির্যাতন রুখতে চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকরা নামলেন ময়দানে

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৬৬ ● ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ● ২২ মাঘ ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 266 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 6 FEBRUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কলকাতায় নতুন থানা, নতুন পদ

প্রতিবেদন : ফের বাড়ছে কলকাতা পুলিশের এলাকা। ভাঙড়ের পরে কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণ শহরতলির বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত নরেন্দ্রপুর থানার একাংশ কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নরেন্দ্রপুরের খেয়াদহ ও আটঘরা এলাকাকে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

পাশাপাশি এই দুই থানার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩১৪টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে এদিন। উল্লেখ্য, গত মাসেই কলকাতা পুলিশের অধীনে নতুন ডিভিশন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ভাঙড়। ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা খেয়াদহ-১ ও

খেয়াদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের অধীনে আনতে নির্দেশ দেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি, মন্ত্রিসভার বৈঠকে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোট ১১০০-রও বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। যার মধ্যে যুগ্ম নার্সিং সুপারিন্টেনডেন্ট পদে ৩২৪টি, জেলার জনস্বাস্থ্য নার্সিং অফিসার পদে ২৪টি, স্টাফ নার্স ৪০৫টি, গ্রেড-২ তে সিনিয়র পাবলিক হেলথ নার্স ৩৫৮টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হবে। এদিকে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোট ১১০০-রও বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। যার মধ্যে যুগ্ম নার্সিং সুপারিন্টেনডেন্ট পদে ৩২৪টি, জেলার জনস্বাস্থ্য নার্সিং অফিসার পদে ২৪টি, স্টাফ নার্স ৪০৫টি, গ্রেড-২ তে সিনিয়র পাবলিক হেলথ নার্স ৩৫৮টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হবে

■ রেড রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও আইটি সেলের ধরনা। রয়েছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, দেবাংশু ভট্টাচার্য-সহ অন্য নেতৃত্ব। সোমবার। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

ছাত্রদের শপথ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব রাম-বাম-কংয়ের অশুভ আঁতাত

প্রতিবেদন : সিপিএমই এখন বিজেপি হয়েছে। বিজেপির পিছনে লুকিয়ে পড়েছে সিপিএম। এই বিজেপিকে আর বাড়তে দেওয়া যাবে না। বাংলায় তারা বিভাজনের রাজনীতি শুরু করেছে। তাদের বিরুদ্ধে জিতব আমরাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে এককাট্টা লড়াইয়ের ডাক দিয়ে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সোমবার রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকে বলেন, সবাই এককাট্টা থাকুন। বাংলায় ৪২-এ ৪২ করে দিল্লির বুকে বিকল্প সরকার তৈরি করব আমরা। সেই সরকার চলবে তৃণমূল নেত্রীর ইশারায়।

তিনি বলেন, বিজেপিকে হারাতে পারে তৃণমূলই। সেজন্য ছাত্র-যুবদের বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে। মানুষের কাছে উন্নয়ন নিয়ে যেতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে-সমস্ত জনমুখী প্রকল্প তৈরি করেছেন, তার সুবিধা পাচ্ছেন বাংলার মানুষ। যাঁরা সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা কেন ভোট দেবেন না তৃণমূলকে? তাঁদের বোঝাতে হবে। একশো শতাংশ ভোটের দাবি নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাব। এরপর গদ্দার অধিকারীকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, গদ্দার অধিকারী দলবদলু, একটা চোর, চিটিংবাজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাম ধরে ডাকছে। আমাদের নেত্রীকে যে অপমান করছে, তাকে ছেড়ে দেবেন না। ভোটটা এমনভাবে করান, যেন গদ্দার অধিকারীর নাম ও নিশান রাজনৈতিকভাবে মুছে দেওয়া যায়। গদ্দারকে হটিয়ে বাংলাকে বাঁচাতে হবে। বাংলার বুকে বিষ ছড়াচ্ছে গদ্দার। বিভাজনের রাজনীতি করছে, দমন-পীড়ন চালালে আমরা সহ্য করব না। তৃণমূলের আইটি সেলের চেয়ারম্যান দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইতিহাস মনে রাখবে ঝাঁসির রানি বা মাতঙ্গিনী হাজরা হিসেবে। (এরপর ১২ পাতায়)

আজ ধরনায় মহিলা মোর্চা

রাজনীতিতে হেরে এজেন্সির চাপ

আস্থা বিতর্ক ভাষণে তোপ দাগলেন হেমন্ত

প্রতিবেদন : ঝাড়খণ্ডে বিজেপির স্বপ্ন পূরণ হল না। পেছনের দরজা দিয়ে ঝাড়খণ্ডের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ভেস্তে গেল। সোমবার ৪৭-২৯ ভোটে বিরোধীদের কুপোকাত করে দিয়ে বিধানসভায় আস্থা অর্জন করল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার চম্পাই সোরেনের নেতৃত্বাধীন সরকার। ছ'দিনের অচলাবস্থা অবশেষে কাটল ঝাড়খণ্ডে। ঘোড়া কেনাবেচার বিজেপির যাবতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার চম্পাই সোরেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে ভোট দিলেন ৪৭ জন বিধায়কই। বিপক্ষে ২৯ জন বিধায়ক। ৩১ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ইডি-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার পরই সরকার গঠনের দাবিদার হন জেএমএম-এর চম্পাই সোরেন। সেদিনই ৪৭ জন বিধায়ককে নিয়ে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে রাজভবনে যান চম্পাই সোরেন। যদিও জেএমএম-কংগ্রেস-জেডিইউ-সিপিআইএম(এল) জোটের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হচ্ছিল বিধায়ক ছিনিয়ে নেওয়ার নোংরা খেলায় নামবে বিজেপি। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও বাধা সেই রাতে না এলেও ঝাড়খণ্ড রাজভবন সহযোগিতা করেনি। (এরপর ৬ পাতায়)

আস্থাজয়ী চম্পাই

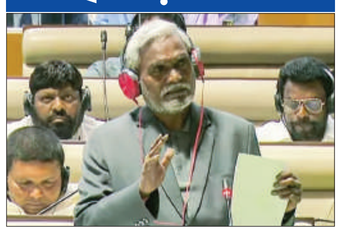

বাম জমানার পাপস্খালন

আরও ৩২৮ জনের তালিকা

প্রতিবেদন : বাম জমানার পাপস্খালন করছে তৃণমূল সরকার। ২০০৯ সালে বাম জমানার যে প্যানেল নিয়ে বিতর্ক চলছিল, আন্দোলন-ধরনা-অবস্থান চলছিল, তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল মা-মাটি-মানুষের সরকারের উদ্যোগে। ১৫০০ জনের পর চাকরি পেতে চলেছেন প্যানেলের বাকি ৩২৮ জনও। আজ, মঙ্গলবার থেকেই নিয়োগপত্র দেওয়া হবে তাঁদের। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই মর্মে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান অজিতকুমার নায়েকের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের সহযোগিতার আবেদন করেছেন। আবারও বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর দিল তৃণমূল সরকার। বাম জমানার জট খুলে ১৫০০ জন কাজে যোগ দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হাঁটতে হাঁটতে

আমি যখন হাঁটি
আমার মাথাও হাঁটে
হাঁটি হাঁটি মা মা বলে।
হাঁটার হোঁচট
মাথার বেয়াদবি,
পা চলে, পায়ের মতন।
ভরে যায় যুগ্ম স্মৃতি
সূর্যোদয় থেকে সমাপ্তি।
কখনো ব্রেনে উঁকি দেয়।
জীবন্ত কঙ্কাল-এর মিছিল।
কখনো বা ভিন্ন খবরের পসরা।
ভিন্ন ভিন্ন মূল্যহীন দৃশ্য।
কভু বা ক্ষেত-নদীতে মানুষের ছবি।
মনে পড়ে যায়
কত ভুলে যাওয়া কথা,
কখনো বা আড়মোড়া ভাঙে
বুকে ক্ষত সেলাই-এর,
হাঁটতে হাঁটতে জীবন সাগরে
বয়ে যায় কত তুফান।
মাথাটা যেন একটু বেশি হাঁটে
পায়ের থেকে।
পা-তো হাঁটে,
তবে মাথা বেশি হাঁটে।

বাজেটের কাজ

দিল্লি গেলেন না মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে দিল্লি গেলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি নিজেই বলেন, এক দেশ, এক ভোট নিয়ে যে কমিটির বৈঠকে তিনি যাচ্ছিলেন তার চেয়ারম্যান রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর না গেলেও চলবে। তাই তিনি তাঁর বদলে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 February, 2024 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২২ লতা মঙ্গেশকর (১৯২৯-২০২২) এদিন মুম্বইতে ৯২ বছর বয়সে সুরলোকে গমন করেন। ১৯৮৯-তে ভারত সরকার তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০০১-এ তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়; এম এস সুব্বুলক্ষ্মীর পর এই পদক পাওয়া তিনিই দ্বিতীয় সংগীতশিল্পী। ২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাঁকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খেতাবে ভূষিত করে। সত্তর বছর ধরে সিনেমার অভিনেতা, নির্মাতা, সুরকার, এমনকী দর্শকও বদলেছে। থেকে গিয়েছে একমেবাদ্বিতীয়ম সেই স্বর্গকণ্ঠ। প্রতি প্রজন্মের নায়িকার থিম সং তাঁরই। নার্গিস (পেয়ার হুয়া), মধুবালা (পেয়ার কিয়া তো), মীনাকুমারী (চলতে চলতে), মালা সিনহা (আপকি নজ়রোঁনে), ওয়াহিদা (আজ ফির), বৈজয়ন্তীমালা (হোঁটো মে অ্যায়সি বাত), শর্মিলা (অবকে সাজন), জয়া (ম্যায়নে কাঁহা ফুলোসে), রেখা (পরদেশিয়া), শ্রীদেবী (ম্যায় নাগিন), মাধুরী (দিদি তেরা), কাজল (তুঝে দেখা), ঐশ্বর্য (হামকো হামিসে)... নায়িকার রূপ বদলেছে, কিন্তু একই স্বর নদী হয়ে সুরে প্লাবিত করেছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। গণসংস্কৃতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী কে— সেই সমীক্ষায় অমিতাভ, কিশোর, সত্যজিতের চেয়েও এগিয়ে গিয়েছেন কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর। গুলজ়ার এই ভাবনাতেই লতার পরিচিতিসংগীত তৈরি করেছেন— "চেহরা ইয়ে বদল যায়েগা। মেরি আওয়াজ় হি পহেচান হ্যায়।"

২০২০ মিস শেফালি (১৯৪৪-২০২০) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সত্তরের দশকের নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্রী। এক সময় তাঁকে দেখতে নাটমঞ্চে, সিনেমা হলে উপচে পড়ত ভিড়। এক সময় তাঁর অভিনীত নাটকের টিকিট 'ব্ল্যাক' বা কালোবাজারে বিক্রি হত। কিন্তু আজকের দিনে শববাহী গাড়িতে তিনি যখন পানিহাটি শ্মশান-চত্বরে ঢুকলেন, আত্মীয়স্বজন ছাড়া সঙ্গে তখন মাত্রই কয়েক জন প্রতিবেশী। মিস শেফালি অর্থাৎ আরতি দাস যখন সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে দেহপসারিণী ও নার্সের চরিত্রে অভিনয় করছেন, যৌনতা নিয়ে তখনও টলিউডের আষ্টেপৃষ্ঠে সংস্কারের জড়তা। 'সীমাবদ্ধ'-এ শেফালির ওই চরিত্রায়ণ যৌনতার বিস্ফোরণে সীমাবদ্ধ নয়, নর্তকীর শিল্পী-সত্তা, সর্বোপরি নারীত্বের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ। শুধু সত্যজিতের ছবিতে নয়, বিশ্বরূপা, সারকারিনা, রঙমহলের মঞ্চে 'চৌরঙ্গি', 'আসামী হাজির'-এর মতো বিভিন্ন নাটকেও একই ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল শেফালি-সৌরভ।

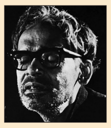

১৯৭৬ ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক। ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের কারণে তিনি যেমন প্রশংসিত ছিলেন; ঠিক তেমনি বিতর্কিত ভূমিকাও ছিল তাঁর। তাঁকে দেখলেই মনে হত এক জন গ্রিক মাস্টার সামনে দাঁড়িয়ে। খুব লম্বা, উসকোখুসকো চুল, পাঞ্জাবির ওপর বোতাম-খোলা খাদির জ্যাকেট, কাঁধে একটা ঝোলা, আর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ— যেন এই বার অলৌকিক কোনও আখ্যান শুরু হবে। গুলজার লিখেছেন, "আমি এখনও 'মেঘে ঢাকা তারা'য় সুপ্রিয়ার চটি ছিঁড়ে যাওয়ার সিনটা ভুলতে পারি না, কিংবা যে বিশাল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে অনিলদা বন্দিশ গাইছিলেন, সেই দৃশ্যটা। ওই গাছটা চুজ করাই একটা মাস্টারের কাজ। ওই বিশালত্ব, ওই রাজকীয় ব্যাপারটা ওই সিনটাকে একেবারে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ঋত্বিকদাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, ওই গাছটার মতো মনে হয়েছিল আমার। খুব আলুথালু রাজকীয়।"

১৯৮৭ কেশবচন্দ্র নাগ ওরফে কে সি নাগ (১৮৯৩-১৯৮৭) এদিন পরলোক গমন করেন। বাঙালি অঙ্ক শুনলেই তাঁকে গড় করে। হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে একটা ছবিওয়ালা জোক এই সেদিনও খুব হিট ছিল। উপরে কে সি দাসের ছবি, তিনি বলছেন: আমি রসগোল্লা বানানোর জন্য বিখ্যাত। তলায় কে সি নাগের ছবি, তিনি বলছেন: আমি রসগোল্লা পাওয়ানোর জন্য বিখ্যাত! বঙ্গভূমি গণিতক্ষেত্রে বহু প্রতিভার জন্ম দিয়েছে, এই নিয্যস সত্যটাকে কীভাবে যেন চাপা দিয়েছে বাঙালির অঙ্কভীতি, ভয়ঙ্কর হিন্দি বলা আর পেটের অসুখের পরম্পরা। ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন স্কুলে অঙ্কের মাস্টারমশাই ও পরে হেডমাস্টার ছিলেন কে সি নাগ। কে সি নাগের বই থেকে অঙ্ক করা ছাত্রমাত্রেই জানে, অনুশীলনীর গোড়ার অঙ্কগুলো সোজা, পঁচিশ-তিরিশ দাগের পর থেকে জব্বর কঠিন। কিন্তু ওঁর ক্লাসে অঙ্ক শিখেছে যারা, তাদের কাছে জলভাত।

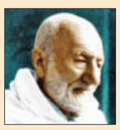

১৮৯০ সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান (১৮৯০-১৯৮৮) জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী। সর্বদা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনিই প্রথম অভারতীয় যাঁকে ভারতরত্ন প্রদান করা হয়। তারিখটা ছিল ১৯৩৮-এর ১৭ অক্টোবর। পেশোয়ারের কাছে উৎমানজই নামে একটি গ্রামে খান আবদুল গফফর খানের বাড়িতে তখন বিশ্রামে সময় কাটাচ্ছেন গান্ধী। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার খান সাহেবকে বললেন, "খাঁ সাহেব, আপনার মতো এমন মানুষই তো আমাদের চাই— যাঁদের মধ্যে রয়েছে প্রেমের সঙ্গে সত্যের যোগ। আপনি মিল করে দিন হিন্দু-মুসলমানের। না হলে ভারতবর্ষের গতি কী হবে?" প্রশ্নটা শুনে খানিকটা নিশ্চুপ থেকে খানসাহেব বললেন, আমি কী করব বলুন? মিল হয় তখনই যখন অন্তরে আসে নির্ভরতা— যখন মানুষ প্রেমের মন্ত্রকে দলের মন্ত্রের চাইতে বড় বলে মানে। ভিতরে প্রীতির ভিত পাকা না হলে বাইরের মিলনের ইমারত তো তাসের ঘর।

পার্টির কর্মসূচি

রামপুরহাট শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে পুর এলাকার ১ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাড়া বৈঠক আয়োজিত হল। বৈঠকে ছিলেন সৈয়দ সিরাজ জিম্মি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭০৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.২৭	৮২.৮৩
ইউরো	৯১.২৯	৮৯.২৬
পাউন্ড	১০৫.৭৩	১০৫.০৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ বরখা সেনগুপ্ত

■ কাজল

শব্দবাংলা-৯২৫

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. দোষগুণবিচার ৫. অনুবাদ, ভাষান্তর ৬. একপ্রকার পাখি ৭. সমুদ্র ৯. অসংলগ্ন, আলাদা ১২. রাক্ষস ১৩. বিষধর সর্প ১৪. গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি।

উপর-নিচ : ১. সরস্বতীদেবী ২. সংবাদ, খবর ৩. সন্ন্যাসীর এটাই সম্বল ৪. অনুনাসিক ৮. বাজারে কেনাবেচা আরম্ভ হওয়া ৯. জাতীয় বা কুলোচিত গুণের অভাব ১০. — শিবাজি ১১. চুল, কেশ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯২৪ : পাশাপাশি : ১. যেমনতেমন ৬. রগ ৮. নিখিল ৯. ইনকাম ১০. বদভ্যাস ১২. জবাব ১৩. দশা ১৫. করণ কারণ। **উপর-নিচ :** ২. মণ্ডল ৩. তখনই ৪. নর ৫. চিনিরবলদ ৭. গরমখবর ১১. সমীরণ ১২. জঠর ১৪. শাক।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

খিদিরপুরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। ১০ বছর বয়সী ওই পড়ুয়া স্কুল চলাকালীন আচমকাই পড়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন

শোকপ্রকাশেই শেষ হল প্রথমদিনের অধিবেশন

বিধানসভার নিরাপত্তায় ১৬ দফা নির্দেশ

প্রতিবেদন : সোমবার থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হল রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। সংসদে স্মোক ক্যান কাণ্ডের প্রেক্ষিতে রাজ্য বিধানসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবার জোরদার করা হয়েছে। নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ ব্যবস্থা। বিধানসভায় নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে একজন ওসিকে। এর পাশাপাশি মেন গেটে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক স্ক্যানার। বিধায়ক ও মন্ত্রীদের গাড়িতে বিশেষ চিপ লাগানো হচ্ছে। বিধানসভায় ঢোকার আগে সমস্ত গাড়ি স্ক্যান করা হবে। বিধানসভার নিরাপত্তায় ষোলো দফা নির্দেশিকা জারি হয়েছে। প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিধানসভায় নিরাপত্তা বলয়। মেন গেটে বসেছে বিশেষ ড্রপ গেট।

প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমেই রয়েছে একটি বুম ব্যারিয়ার। তারপরেও দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট গেটে আলাদা করে দেহ তল্লাশি করা হচ্ছে। দর্শনার্থীদের দু'ঘণ্টার বেশি থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এর বেশি সময় বিধানসভা চত্বরে থাকলে প্রয়োজনে পুলিশি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে পারে। মূল অধিবেশন কক্ষে মোবাইল ফোন, ট্রানজিস্টর বা কোনওরকম ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

সকলে যাতে নিয়ম মেনে নির্ধারিত গেট দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন তা কঠোরভাবে দেখা হবে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, শাসক দলের মুখ্য সচেতক, উপমুখ্য সচেতক এবং রাজ্য সরকারের সচিবরা প্রবেশ করবেন ৬ নম্বর গেট দিয়ে। পরিচয়পত্র দেখিয়ে এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন বিধানসভার কর্মী ও বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মীরা। এছাড়া ভিজিটর্স বা অতিথিরাও সঠিক অনুমতিপত্র দেখিয়ে এই ১ নম্বর গেট দিয়েই বিধানসভায় প্রবেশ করবেন। ২ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন বিরোধী দলনেতা, বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক, বিরোধী দলের বিধায়ক এবং সাংবাদিকরা। সদস্যদের সঙ্গে আসা ভিজিটরদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ নম্বর গেট।

এর আগে এদিন প্রথামাফিক শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পর প্রথমদিনের অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন। পরে সকল সদস্য দাঁড়িয়ে উঠে নীরবতা পালন করেন। যাঁদের প্রতি এদিন শ্রদ্ধা জানানো হল, তাঁরা হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা, নারায়ণ বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল, চিত্তরঞ্জন রায়, মহারানি কোঙার, মির কাশেম মোল্লা, সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রাশিদ খান এবং কবি দেবারতি মিত্র।

সিবিআইকে তুলোধোনা কল্যাণের

প্রতিবেদন : হাইকোর্টে সিবিআইকে তুলোধোনা করলেন আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ধারালো সওয়ালেই কার্যত আটকে গেল সিবিআই তদন্ত। ডিভিশন বেঞ্চের ভূমিকাতেও সোমবার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এসএসসি নিয়োগ মামলায় এদিন চাকরি হারানোর পরে ফের চাকরি ফিরে পাওয়া প্রার্থীদের একাংশের হয়ে সওয়াল করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন, সিবিআইয়ের এই অবস্থানের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি সব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল সোমবার। রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই হুবহু আচরণ করছে ডিভিশন বেঞ্চ। পার্থক্য শুধু একটা জায়গাতেই, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সময় বেঁধে দিয়ে গ্রেফতার করতে বলতেন। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ সেটা বলছে না। সিঙ্গল বেঞ্চে মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সিবিআই যা বলত, সেটাই শোনা হত। এখানেও সেটাই হচ্ছে। এদিন আদালত নির্দেশ দিয়েছে, যাঁরা নিজেদের ওএমআর শিট দেখতে চান তাঁদের মঙ্গলবার বিকেল ৪টের মধ্যে আইনজীবীর মাধ্যমে সিবিআইয়ের কাছে আবেদন করতে হবে। এসএসসি এবং সিবিআইয়ের নথি কেউ দেখতে চাইলে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে আবেদন করতে হবে। মামলার পরের শুনানি ১৯ ফেব্রুয়ারি।

স্বচ্ছতার সঙ্গে টেটের নম্বর প্রকাশে বাংলাই প্রথম

প্রতিবেদন : বাংলাতেই প্রথম স্বচ্ছতার সঙ্গে টেটের নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে। এমনই মন্তব্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালের। নতুন করে ৫০ হাজার পদে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করবে পর্ষদ, এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে গৌতমবাবু জানান, এটা সম্পূর্ণ ভুল খবর। এই নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত হয়নি কিছুই। টেট পাশ করে যাওয়া মানেই তাঁদের চাকরি দিতে হবে এমন ব্যাপার নেই। পরীক্ষায় পাশ করার পরেও অনেক পর্যায় থাকে। সেগুলোতে উত্তীর্ণ হলে তবেই চাকরি। প্রাথমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্যানেল প্রকাশের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে সুপ্রিম কোর্ট ১১৭৬৫ জনের চাকরি অনুমোদনের পরেই ৯৫৩৩ জনের মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে পর্ষদ।

জল জীবন মিশন গঠিত হল মন্ত্রিগোষ্ঠী

প্রতিবেদন : জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ফের একবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এই প্রকল্পের কাজে আরও গতি আনতে তিনি একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন করে দিয়েছেন। প্রকল্পের কাজ যাতে দ্রুত এগোয় এই গোষ্ঠী তা দেখাশোনা করবে। সূত্রের খবর, এই মন্ত্রিগোষ্ঠীতে থাকছেন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুলক রায় এবং মলয় ঘটক। এছাড়াও থাকছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সচিব সুরেন্দ্র গুপ্ত। ২০২৪ সালের মধ্যেই রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই কাজ যাতে সময়ে শেষ হয়, মুখ্যমন্ত্রী তাই এই মন্ত্রিগোষ্ঠী তৈরি করে দিয়েছেন। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘‘কেন্দ্রের জল জীবন মিশন ৭৫ শতাংশ খরচ করছে রাজ্য সরকার। অথচ নাম হচ্ছে কেন্দ্রের।’’

এই প্রকল্পে খরচ হওয়া অর্থের ৫০ শতাংশ দিতে হয় রাজ্যকে, বাকি অর্ধেক দেয় কেন্দ্র। কিন্তু জলের লাইন বসাতে যে জমির প্রয়োজন হয় তা রাজ্য সরকারকেই দিতে হয়। এই জমি নেওয়ার জন্য খরচও করতে হয় রাজ্যকে। সম্প্রতি এই প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে কেন্দ্রীয় সচিব বিনি মহাজনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে ঘুরে গিয়েছে। তাঁরা প্রশংসা করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার কথাও জানিয়ে গিয়েছেন। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের খবর, প্রায় ৭৫ লক্ষ বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যেভাবে কাজ এগোচ্ছে এ-বছরের মধ্যে ১ কোটি জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোট ১১০০-রও বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। যার মধ্যে যুগ্ম নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে ৩২৪টি, জেলার জনস্বাস্থ্য নার্সিং অফিসার পদে ২৪টি, স্টাফ নার্স ৪০৫টি, গ্রেড-২ তে সিনিয়র পাবলিক হেলথ নার্স ৩৫৮টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হবে।

রেড রোডে ধরনা মঞ্চের ঝলক

সন্ধ্যায় এলেন অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, জয়প্রকাশ মজুমদার ও অন্যরা।

মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ দোলা সেন, বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ আরও অনেকে।

সোমবার টিএমসিপির ধরনা মঞ্চ মাতালেন গায়ক তথা মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির সামনে ছাত্র-যুবদের উচ্ছ্বাস।

ছাত্র-যুবর গর্জন। রাজন্যা হালদার-সহ অন্যান্য ছাত্র নেতারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফেল বিজেপি

বিজেপির সমস্ত চক্রান্ত সমূলে উৎপাটিত করে ঝাড়খণ্ডে বিপুল ব্যবধানে আস্থাভোটে জিতল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। সরকার ফেলার জন্য কোনও ধরনেরই চক্রান্ত বাকি রাখেনি মোদি-শাহর বিজেপি। সাজানো হয়েছিল চিরপরিচিত চিত্রনাট্য। ইডি-সিবিআই হানা চলছিল। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে টার্গেট করে জাল বিছিয়েছিল বিজেপির ক্রীড়নক ইডি। লক্ষ্য ছিল, হেমন্তকে গ্রেফতার করা। ইডিকে সামনে রেখে সেই পরিকল্পনায় সফল হয়েছিল। আশা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতার হলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে সোরেনের দল। কম চেষ্টা হয়নি। বিজেপির কেনাবেচা রুখতে বিধায়কদের নিয়ে আলাদা জায়গায় দিন কয়েকের জন্য ডেরা বাঁধতে হয়েছিল। বিরাট অঙ্ক সামনে রাখা হয়েছিল বিধায়কদের। বিধায়ক কেনাবেচা করেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল মহারাষ্ট্রে। সদ্য বিহারেও তখ্ত উল্টে দেওয়া হয়েছিল সেভাবেই। কিন্তু পরিকল্পনা ভেস্তে গেল ঝাড়খণ্ডে। চম্পাই সোরেন প্রমাণ করে দিলেন বিজেপির অর্থের কাছে মাথা নত করেনি দলের বিধায়করা। কিন্তু এখানেই লড়াই শেষ হচ্ছে না। ওত পাতা শেয়ালের মতো ঝোপে লুকিয়ে টাকার থলি নিয়ে অপেক্ষা করবে বিজেপি। সুযোগ পেলেই হবে কেনাবেচা। কিন্তু দেশের মানুষ দেখুন জনগণের ভোটা নির্বাচিত সরকারকে ফেলতে কতখানি স্বৈরাচারী পথে যেতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি। উলঙ্গ রাজার রাজনীতি করছে বিজেপি। দেশের মানুষের টাকা মেরে পঞ্চাশজন শিল্পপতি বিদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ফেরানোর নাম নেই, নির্লজ্জ বেহায়ার দল বিরোধীদের টার্গেট করেছে। এই রাজনীতির জবাব দেবেন মানুষ ভোটে। কলঙ্কের ইতিহাস তৈরি করতে করতে চলেছে বিজেপি।

e-mail থেকে চিঠি

সত্যি সত্যি টের পাচ্ছি

ভারতের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির প্রধান বাধা বেকারত্ব এবং বৈষম্য। নরেন্দ্র মোদির টানা এক দশকের শাসনকালে দুটো সমস্যাই বেড়েছে। সিএমআইই'র কনজিউমার পিরামিড হাউসহোল্ড সার্ভে অনুসারে, ভারতে বেকারত্বের হার ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ৮.৭ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ৬.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। গ্রামীণ ও শহুরে— দুই প্রকারেরই বেকারত্বের হার কমেছে। গ্রামীণ বেকারত্বের হার ডিসেম্বরে প্রায় ৮ শতাংশ থেকে জানুয়ারিতে অনেকখানি কমে ৫.৮ শতাংশ হয়েছে। শহুরে বেকারত্বের হার জানুয়ারিতে ৮.৯ শতাংশে নেমে এসেছে, সংখ্যাটা আগের মাসে ছিল ১০.১। কিন্তু এই স্বস্তি নিতান্তই সাময়িক বলে মনে করেন অর্থনীতির পণ্ডিতদের অনেকেই। তাঁরা মনে করিয়ে দেন, এই মোদি জমানাতেই দেশে বেকারত্বের হার চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছিল। করোনা-উত্তীর্ণ-পর্বে পরিস্থিতির সামান্য কিছু 'কারেকশন' হলেও বেকারত্বের হার বারবার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। দেশে, হাতে গোনা কিছু ধনী ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে মোদির অর্থনীতি দেশে-বিদেশের কায়েমি স্বার্থ গোষ্ঠীর হাততালি পেলেও গরিবের হাল বাস্তবে আরও খারাপ হয়েছে। গত ন'বছরে প্রায় ২৫ কোটি ভারতবাসী গরিবি রেখার উপরে উঠেছে বলে দিল্লি দাবি করলেও সমালোচকদের অনেকেরই তাতে সংশয় রয়েছে। তাঁরা মনে করেন, এই 'সাফল্য' নিতান্তই কাগুজে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত। বছরে দুই কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি রক্ষার ধারকাছ দিয়েও যায়নি এই সরকার। যে-দেশে অদক্ষ শ্রমিক সংখ্যার সীমা-পরিসীমা নেই, অসংগঠিত ক্ষেত্র ভীষণভাবে অবহেলিত, সেখানে মনরেগা বিরাট ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু স্রেফ ইউপিএ জমানাকে খাটো করার জন্যই ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রকল্পের আশীর্বাদ গরিব মানুষকে পেতে দেয়নি এই সরকার। পাশাপাশি চলেছে সিঙ্গল ইঞ্জিন, ডাবল ইঞ্জিন বিভাজন। মোদি সরকারের এই সঙ্কীর্ণতার নীতির সবচেয়ে বড় শিকারের নাম পশ্চিমবঙ্গ। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে নবান্নকে মনরেগার টাকা দেওয়া পুরো বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। এছাড়া দু'বছরের বেশি হল— লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের হকের পাওনা মোদিরা মেটাচ্ছেন না। শুধু মনরেগাতেই আটকে রাখা হয়েছে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। ২০২২ ও ২০২৩ সালে এই প্রকল্প চালু থাকলে পশ্চিমবঙ্গে আরও ৬২ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি হতে পারত। মোদি সরকারের অদ্ভুত আচরণে বাংলার গরিব মানুষ তা থেকেও বঞ্চিত হলেন।

— **অনুপম ভট্টাচার্য, চিনার পার্ক, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

বাজেট বক্তৃতায় অনুত্তরিত অথচ জরুরি কিছু জিজ্ঞাসা

বাজেট বক্তৃতায় ভাল ভাল বুলি আওড়ালেন নির্মলা দেবী। কিন্তু অনেক বিষয়ে সংশয়গুলো রয়েই গেল। লিখছেন **আকসা আসিফ**

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বা ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করেছেন। সংজ্ঞামাফিক বলতে গেলে এটি নতুন সরকার যতদিন না গঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে খরচ করার জন্য সংসদের অনুমোদন গ্রহণ, এতে নতুন কোনও বড় প্রকল্প ঘোষণা করার কথা নয়। এবারের বাজেট এই সংজ্ঞা লঙ্ঘন করেনি। তদসত্ত্বেও এবারের বাজেট বক্তৃতায় আর্থিক ঘাটতি, কর রাজস্ব এবং ব্যয়ভারের মতো বড় বড় বিষয়ে উঠে এসেছে।

এবারের বাজেট বক্তৃতা কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য কাহিনি পেশ করেছে। সেই সাফল্য কেবল গত বছরের নয়, ২০১৪-তে মোদি জমানা শুরু হওয়ার পর্ব থেকে সফলতার বিবরণী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী জনসংখ্যার চারটি বিভাগে সাফল্যের কারণে ভারত উন্নত দেশ হওয়ার পথে অগ্রসরমান। দরিদ্র জনগণ, মহিলা, যুবক আর কৃষক, জনগণের এই চারটি বিভাগে ২০১৪-তে সাফল্য সূচিত হয়েছে বলেই নাকি দেশ এগিয়ে চলেছে।

সত্যিই কি তাই?

দরিদ্র জনগণের কথাই ধরা যাক। ২০১৪-র আগে তাদের অবস্থার সঙ্গে ২০১৪-র পরবর্তী তাদের অবস্থার তুলনা টানাটা অনেকটা আপেলের সঙ্গে কমলা লেবুর তুলনার চেষ্টা। ২০১৪-র আগে ন্যাশনাল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এনএসও) সমীক্ষা চালিয়ে দেখত জাতীয় দারিদ্র্য সীমার নিচে কত লোক আছে। আর এই দারিদ্র্য সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠি ছিল ভোগব্যয়। এই দারিদ্র্য সীমা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোকেও গণ্য করা হত। যেমন, রোজ মাথা পিছু আয় এক ডলার হচ্ছে কি না, সেসবও বিচার করা হত। তখনও ভারতের দারিদ্রের পরিমাপ করার বিষয়ে বিতর্ক ছিল সেটা খাদ্যগ্রহণের পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে না অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে তা নিয়ে। সেসব সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে সবাই ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিল যে ১৯৯১-এর পর থেকে দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা জনগণের সংখ্যা কমেছে আর বৃদ্ধির হার বেড়েছে। ২০০৪-এ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী ভারতীয়র সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৭.২ শতাংশ, ২০১১-তে সেটা কমে হয় মোট জনসংখ্যার ২১.৯ শতাংশ। এখন আর এরকমভাবে স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ, গত ১৩ বছর ধরে জনসংখ্যা গণনা এবং ভোগব্যয় সংক্রান্ত সমীক্ষা বন্ধ আছে। সুতরাং, পূর্ববর্তী দু'দশকের তুলনায় বিগত নয় বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাসকারী জনগণের সংখ্যা দ্রুততর হারে কমছে কি না, সেট সুস্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের দাবি, ২০১৪ থেকে দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচ থেকে উপরে উঠে আসতে পেরেছেন। এই তথ্য তিনি নীতি আয়োগের বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসূচক (এমপিআই)-এর ভিত্তিতে প্রদান করেছেন। নীতি আয়োগের এই সূচকে ১২টি বিষয় বিবেচিত হয়— পুষ্টি, শিশু-কিশোরদের মৃত্যু হার, গর্ভকালীন সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যালয় শিক্ষা, রান্নার জ্বালানি, শৌচাগার, বিদ্যালয় হাজিরার হার, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ, আবাস, সম্পত্তির পরিমাণ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। এই বিষয়গুলির দ্বারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান— এই তিনটি ক্ষেত্রের হাল হকিকত বোঝা যায়। এই বহুমুখী দারিদ্র্যসূচক পূর্ববর্তী মাথাপিছু দারিদ্র্য অনুপাতের সঙ্গে উপমিত হওয়ার উপযোগী নয়। তবে একথা বললে ভুল হবে না, ২০২২-২৩-এ মাথাপিছু দারিদ্র্যের অনুপাত (এইচসিআর) কমে হয়েছিল ১১.২৫ শতাংশ। ২০১৩-১৪-তে এই হার ছিল ২৯ শতাংশ। অর্থাৎ, যত দ্রুত হারে দারিদ্র্য কমছে বলে অর্থমন্ত্রী দাবি করছেন তত দ্রুত হারে ব্যাপারটা ঘটছে কি না, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী দেশের লোকের প্রকৃত আয় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা যদি মেনেও নিই তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ২০১৪-র আগে ও পরে আয় বৈষম্যের ছবিতে কী কী বদল হয়েছে, সে বিষয়ে। কারণ, আমরা জানতে পারছি, কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে দেশে আয় বৈষম্য প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের উচ্চ আয় সম্পন্ন ১০ শতাংশের সুবাদে জিডিপি-র হাল বদলাতে পারে, তাতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ে, কিন্তু গরিবের আয় বাড়ে না। অথচ অর্থমন্ত্রী মাথাপিছু জিডিপির হার দেখে বলে দিলেন, দেশের লোকের প্রকৃত আয় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মহিলাদের উন্নতির চিত্র তুলে ধরেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদানকারীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং আশা কর্মীদের দারুণ কাজের ভিত্তিতে। কিন্তু আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে কি পূর্ণ সময়ের সরকারি কর্মচারীদের মতো বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছেন? তা যদি না হয়, তবে এত হইচই আদিখ্যেতা করে লাভ কী?

যদি এসব প্রশ্ন, পরিসংখ্যান ইত্যাদি সরিয়ে রেখে ধরে নিই যে, ২০১৪ থেকে ভারত সর্বক্ষেত্রে দারুণ অগ্রগতির নজির স্থাপন করে চলেছে। তাহলেও কিন্তু এই বাজেটের পর একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এতই যদি হুড়মুড়িয়ে অগ্রগমন, তাহলে ভিজিট ইন্ডিয়া@২০৪৭-এর জন্য অপেক্ষা কেন? আগামী সিকি শতাব্দী আমাদের আর কোন বাধা অতিক্রম করতে লেগে যাবে? তবে কি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ মহিলারা সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করতে অসমর্থ থেকে যাবেন? তাঁদের কাজের জন্য তাঁরা এভাবেই কোনও টাকা-পয়সা পাবেন না? যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতেই থাকবে আর তার মোকাবিলায় কেটে যাবে আরও ২৫ বছর? তবে কি কৃষিক্ষেত্রে আয় বাড়ছে না? না কি সার্বিক বৃদ্ধির ধারণাটা কোথাও ঠোক্কর খাচ্ছে? আগামীতে বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে চলেছে চূড়ান্ত আয়বৈষম্য? সত্যিই কি শিশুদের তাদের প্রয়োজনমতো স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে?

এসব অনেক প্রশ্নের উত্তর বাজেটের জনমোহিনী ভাষণে কিন্তু পাওয়া গেল না। আমাদের কপালের ভাঁজ গভীরতর হচ্ছে।

কাকদ্বীপে হারউড পয়েন্টে পোস্টার থানার দাসপাড়ার এক মৎস্যজীবীর জালে ধরা পড়ল বিশালাকৃতির শঙ্কর মাছ। মাছটির ওজন ৭৫ কেজি

৯ হাজার মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে বার্নপুর শিল্পনগরীতে

৩৫ হাজার কোটির নয়া ইস্পাত কারখানা ইস্কোর

প্রতিবেদন : স্মরণকালে এত বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ রাজ্যে হয়েছে কি? বোধহয় না। সাম্প্রতিক অতীতে তো নয়ই। ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বার্নপুরে নতুন ইস্পাত কারখানা গড়তে চলেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইস্কো। নতুন এই কারখানা খুলে দেবে ৪ হাজার স্থায়ী কর্মসংস্থানের দরজা। কাজ পাবেন আরও অন্তত ৫ হাজার চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকও। কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা হবে ৪ মিলিয়ন টন। এই বিশাল প্রকল্পে ইতিমধ্যেই মিলেছে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বোর্ডের সবুজসঙ্কেত। গৃহীত হয়েছে ডিপিআরও বা ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট। বাংলায় শিল্পায়নের জোয়ারে নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব মাত্রা যোগ করবে এই বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ। সমৃদ্ধ হবে শিল্পাঞ্চলের অর্থনীতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে শিল্পায়নে যে দৃষ্টান্তমূলক

অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই বিশাল বিনিয়োগই তার প্রমাণ। নতুন কারখানা তৈরি হলে অনুসারী শিল্প গড়ে ওঠার পথও মসৃণ হবে নিশ্চিতভাবেই।

সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, কারখানা গড়ার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে এ বছরেই। কাজ শুরু হয়ে যাবে সামনের বছরেই। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পরিবেশ-সুরক্ষার উপরে। প্রস্তাবিত কারখানাটি গড়ে উঠবে ইস্কো ও বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের জমিতে। ২০২৮-এর মধ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বলে আশা। নতুন ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা পুরনোটির তুলনায় অনেকটাই বেশি হবে। সবমিলিয়ে উৎপাদন হবে ৭ মিলিয়ন টন।

লক্ষণীয়, আধুনিকীকরণের পরে এই কারখানা আবার নতুন করে উৎপাদন শুরু করেছিল ২০১০ সালে। শিল্পবিশেষজ্ঞদের মতে, একসঙ্গে এত বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ রাজ্যে আগে হয়নি।

সিএনজি না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গাড়িচালকরা

প্রতিবেদন : পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলছে না সিএনজি। আর মিললেও পেট্রোল পাম্পগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে চালকদের। চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের। আর সেই অভিযোগে সপ্তাহের প্রথম দিনে শহরের গুরুত্বপূর্ণ ইএম বাইপাস আটকে বিক্ষোভে শামিল হলেন চালকরা। সকাল ১০টার কিছু পরে রুবি মোড়ে রাস্তার উপর ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ির চালকরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে প্রতিবাদ শুরু করেন। এর জেরে অফিসে বেরিয়ে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হলেন নিত্যযাত্রীরা। প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শহরের এই ব্যস্ত রাস্তা। তবে শুধু নিত্যযাত্রীরাই নন, এদিন মাধ্যমিকের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় থাকা কলেজগুলিতেও পরীক্ষা চলছে। আর সেকারণেই সকালে বেরিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায় পরীক্ষার্থীদেরও।

এদিন প্রথমে রুবি মোড়ের চিংড়িঘাটার দিকটি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। যার জেরেই একের পর এক গাড়ি রাস্তায় পরপর দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপরই তৎপর হয় পুলিশ। সরিয়ে দেওয়া হয় অবরোধকারীদের। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিক্ষুব্ধ গাড়ি চালকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। অবরোধকারীদের অভিযোগ, আমরা সিএনজি পাই না। মাঝে মধ্যে জুটলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাই না। সিএনজি পেতে চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমাদের কথা কেউ শুনছে না। নতুন গাড়ি এলেও পর্যাপ্ত সিএনজির জোগান নেই।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সব কেন্দ্রেই সিসি ক্যামেরা

প্রতিবেদন : মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রতিটি কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর নির্দেশ দিল উচ্চমাধ্যমিক

শিক্ষা সংসদ। সোমবার সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রতি কেন্দ্রের মূল গেটে এবং প্রতিটি ঘরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। তার ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে কন্ট্রোলরুমে বসে নজরদারি চালাবে সংসদ কর্তৃপক্ষ। এই ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষিত থাকবে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে। ২৮ মার্চ পর্যন্ত ফুটেজ সংরক্ষিত রাখতে হবে। প্রয়োজনে সংসদ সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখবে। অপরদিকে, এর আগে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছিল পরীক্ষা চলাকালীন কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা ছুটি নিতে পারবেন না। তবে সেই নিয়মে খানিকটা বদল হয়েছে। সংসদ কর্তৃপক্ষ এদিন এই নিয়ে আরও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, যদি কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সন্তান পরীক্ষা দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁরা ছুটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ম মেনে সঠিক পদ্ধতিতে ছুটির জন্য আবেদন করতে হবে। এরপর সংসদ পুরো বিষয়টি দেখে নিয়ে ছুটি মঞ্জুর করবে। এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের জায়গায় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ভোর ৫টা থেকেই মিলবে সব রকমের পরিবহণ পরিষেবা।

তৎপর পুলিশ উদ্ধার টাকা ও রুপোর গয়না

প্রতিবেদন : গয়নার দোকানে ডাকাতির তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল বারুইপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হল প্রচুর রুপোর গয়না ও নগদ টাকা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ধরা পড়েছে এক গয়না ব্যবসায়ীও।

গত ২৫ জানুয়ারি বারুইপুরের ধপধপি এলাকায় একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় ৩১ জানুয়ারি আজিজুল ঘরামি নামে গোসাবার বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে জেরা করেই আরও একজনের খোঁজ মেলে। সোমবার তাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সৌম্যজিৎ মণ্ডল। তার বাড়ি জীবনতলা থানা এলাকায়। তার কাছ থেকেই নগদ আশি হাজার টাকা ও কয়েক হাজার টাকার চুরি যাওয়া রুপোর গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশি তৎপরতায় খুশি অভিযোগকারী।

দক্ষিণে বৃষ্টির আশঙ্কা আরও বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : পাকাপাকিভাবে শীত বিদায়ের পথে। সোমবার নতুন করে আর জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার কোনও খবরই দিতে পারল না হাওয়া অফিস। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা কমার কোনও পূর্বাভাসও মেলেনি। উল্টে দক্ষিণের জেলাগুলিতে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর। উপকূলে বেশি বৃষ্টির ইঙ্গিত মিলেছে। সব মিলিয়ে বড় ধাক্কা শীতবিলাসীদের জন্য। দিন-রাতের তাপমাত্রা দুইই বাড়বে। ফের কুড়ির কোঠায় পৌঁছবে কলকাতার রাতের তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফলে গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমের জেলা এবং উত্তরের জেলার রাতের তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি কম। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী তিন দিনে রাজ্যের সর্বত্র ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বৃষ্টির কারণেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভিজতে পারে রাজ্যের তিনটি জেলা। পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং বীরভূমে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে জারি থাকবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে দক্ষিণের বাকি জেলায় শুকনো আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। উত্তরের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। এছাড়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে মঙ্গলবার হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ১১ তারিখ পর্যন্ত উত্তরের জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে।

মা-ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা: রবিবার গভীর রাতে ঘর থেকে উদ্ধার হল চার বছরের ছেলে ও মায়ের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নৈহাটি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ পল্লিতে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মৃতার স্বামীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে মা ও শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার করে নৈহাটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও গোটা বিষয়টি হত্যা না আত্মহত্যা সেই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নৈহাটি থানা। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তদন্তকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, নেশা করে স্ত্রী বিশ্বমিত্রা অধিকারী ওরফে প্রিয়াঙ্কার উপর অত্যাচার চালাত শুভঙ্কর অধিকারী। বিয়ের পর থেকেই অশান্তি লেগে ছিল। রবিবার অশান্তি চরমে ওঠে। তারপরেই রাতে ঘর থেকে উদ্ধার হল চার বছরের ছেলে ও মায়ের ঝুলন্ত দেহ।

৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েও মাধ্যমিকে সুপ্রিয়া

সংবাদদাতা, হুগলি : কথায় আছে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। আর এই প্রবাদকে আবার সত্যি প্রমাণ করল হুগলির গোঘাট ১ নং ব্লকের উদয়রাজপুর এলাকার বাসিন্দা সুপ্রিয়া দত্ত। ৭০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হার মেনেছে সুপ্রিয়ার অদম্য ইচ্ছেশক্তির কাছে। হৃদয়ে দুটি ছিদ্র, ডান দিকের ব্রেন অক্ষম, অক্ষম তার ডান হাত, ৭০% শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার সুপ্রিয়া। জন্মের পর থেকে হার্টে ফুটো ধরা পড়ে তাঁর। এরপরেই স্ট্রোক হয়ে অক্ষম হয়ে যায় ডান হাত। বহু বড় বড় জায়গায় চিকিৎসা করিয়েও লাভ হয়নি কিছুই। এদিকে পড়াশোনা করার প্রবল আগ্রহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়

ব্রেনের অক্ষমতা। কোনও পড়াই সে বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারে না। কিন্তু ওই যে প্রবল আগ্রহ লেখাপড়ার প্রতি, সেটাকে কখনওই মরতে দেয়নি এই কিশোরী। তাই স্বপ্নপূরণ করতেই জীবনের প্রথম সব থেকে বড় পরীক্ষায় বসল সে। উদয়রাজপুর হাই স্কুলের ছাত্রী সুপ্রিয়ার ডান হাত অকেজো হওয়ায় সে রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে।

ফুটপাথে একটি দোকান চালান সুপ্রিয়ার বাবা। সেই আয় থেকেই কোনও রকমে মেয়ের চিকিৎসা ও পড়াশোনা চালায় তাঁর বাবা। সুপ্রিয়ার মা জানান, মেয়ে যদি উত্তীর্ণ হয়, তাহলে তাঁকে আরও পড়াবেন। পাশাপাশি সাহায্যের আবেদন করেছেন তিনি। সামান্য সাহায্য পেলেও অনেকটাই ঘুরে দাঁড়াবে তাঁদের পরিবার।

বনগাঁর মছলন্দপুর স্টেশন রোড থেকে শিং-সহ তিনটি বার্কিং ডিয়ারের খুলি উদ্ধার করল বন দফতর। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে একটি মোটর সাইকেলও বাজেয়াপ্ত হয়েছে

অপরাধ রুখতে ব্যর্থ বিএসএফ সীমান্তে সিসিটিভি বসাচ্ছে পুলিশ

সংবাদদাতা, বারাসত : ব্যর্থ বিএসএফ। সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান রুখতে এবারে এগিয়ে এল রাজ্য পুলিশই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রত্যন্ত গ্রামে নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসাচ্ছে বাগদা থানার পুলিশ। রনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বানেশ্বরপুর বাজারে বাগদা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোমবার এই সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়। তদারকি করতে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও বাগদা শান্তনু ঝা ও বাগদা থানার ওসি গণেশ বাইন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সীমান্তে এই নজরদারির দায়িত্বটা কিন্তু বিএসএফেরই। তবে বারবারই প্রশ্ন উঠছে এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে। অভিযোগ, সীমান্তে অপরাধমূলক কাজকর্ম দমন এবং প্রতিরোধে আদৌ তৎপর নয় সীমান্তরক্ষীরা। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারেও অভিযোগ উঠছে অনেক সময়। সবমিলিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপরে ক্রমশই আস্থা হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রশাসনেরও। এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই এবারে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য পুলিশ।

এসডিপিও শান্তনু ঝা জানালেন, সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার রুখতে ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে এবং এলাকায় নজরদারি জোরদার করতেই পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগ। তিনি জানিয়েছেন, আশাডু বাজার বৈখোলা বাজার সহ অন্যান্য এলাকাতেও এই সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। বানেশ্বরপুর বাজারে সিসি ক্যামেরা বসানোয় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা মনে করছেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর ফলে এলাকায় চোরাচালান বন্ধ হবে। শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন তাঁরা।

পরস্পরের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ বাবা ও মায়ের

নরেন্দ্রপুরে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : নরেন্দ্রপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়। প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। একে অপরের বিরুদ্ধে ছেলেকে খুনের অভিযোগ তুলেছেন মৃত পড়ুয়া অপ্রতিম দাসের মা ও বাবা। ফলে প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরেই মৃত্যু হয়েছে বারুইপুরের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের। গত বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সকালে নরেন্দ্রপুরের মহামায়াতলার একটি পুকুর থেকে অপ্রতিমের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের কাছে একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন তাঁর বাবা সুমন ও বর্ণালি। মায়ের অভিযোগ, বাবার একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। ফলে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। সেই অশান্তিরই শিকার হতে হয়েছে ছেলে অপ্রতিমকে। অন্যদিকে, ছেলের মৃত্যুতে স্ত্রীকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন সুমন।

হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা

সংবাদদাতা, বারাসত : পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় নৌকা থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তখনই ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এল সিভিক ভলান্টিয়াররা। তাঁদের উদ্যোগেই আহত ছাত্রীকে হাসপাতালে বসে পরীক্ষার অনুমতি দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল গোসাবাতে। এদিন ছিল মাধ্যমিকের তৃতীয় পরীক্ষা ইতিহাস। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠেছিল মৌসুমী। এরপর ঘাটের কাছে নামতে গিয়ে পা স্লিপ করে পড়ে যায় ওই ছাত্রী। তৎক্ষণাৎ সেখানে থাকা কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে গোসাবা রুরাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে বসেই ইতিহাস পরীক্ষা দেয় মৌসুমী। পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি মৌসুমী ও তাঁর পরিবার। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে পরীক্ষার্থী ও তার পরিবার।

দিল্লি গেলেন না মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৭ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। চলতি মাসের ৮ তারিখে রাজ্য বাজেট পেশ হবে বিধানসভায়। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারই প্রস্তুতিতে অনেকটা সময় দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই এই অবস্থায় কলকাতা ছেড়ে একদিনের জন্য হলেও দিল্লি যেতে চান না তিনি। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি ও আর্থিক সংস্থান তাঁকে করতে হচ্ছে। ফলে দফায় দফায় তিনি অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী।

টিম ওয়ার্কেই ষড়যন্ত্র রুখছে পর্ষদ

প্রতিবেদন : প্রথম, দ্বিতীয় ভাষার পর ইতিহাস পরীক্ষাতেও প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্ত। আবারও জেলা সেই মালদহ। আর আবারও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতেনাতে ধরল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সোমবার ইতিহাস পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্তের জন্য তিনজনের পরীক্ষা বাতিল করেছে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, টিম ওয়ার্ক আর মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে ষড়যন্ত্র রুখছে পর্ষদ। মোটের উপর পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়েছে। কিছু ছোট ঘটনার জন্য আমরা যাঁরা স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে তাঁদের অবহেলা করছি। পর্ষদ সবার সাহায্য নিয়ে এই অপকর্ম রোখার চেষ্টা করছি। আর তাতে সফলও হচ্ছি আমরা। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে ব্যাপক প্রচার চালানোয় সমাজের সচেতনতা গড়ে উঠেছে। সকলের সাহায্য নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল মানেই প্রশ্নপত্র ফাঁস নয়, এমনটাই দাবি করেন তিনি।

মালদহে পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে তিনটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। অপরদিকে উত্তর দিনাজপুরে বোনের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগে দিদিকে আটক করা হয়েছে। মোট নয়জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা এই দিন বাতিল করা হয়েছে বলে জানান পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

সোমবার পর্ষদ সভাপতি শিলিগুড়ির কৃষ্ণময় স্কুল, নীলনলিনী বিদ্যাপীঠ সহ সারদা বিদ্যাপীঠ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সহ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে জানান, নিয়ম মেনে পরীক্ষা হচ্ছে। প্রশ্নপত্র বাইরে প্রকাশ হওয়ার বিষয় তিনি বলেন যে প্রশ্নপত্র বাইরে বের হওয়ার বিষয়টি অবরোধ করার চেষ্টা করছি।

তোপ দাগলেন হেমন্ত

(প্রথম পাতার পর)

রাজভবনের তরফে পরের দিন বৃহস্পতিবারও শপথ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি চম্পাই সোরেনকে। অন্যদিকে, তাঁর পক্ষে বিধায়কের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হতে থাকায় ঝুঁকি এড়াতে বিধায়কদের নিয়ে হায়দরাবাদ পাড়ি দিতে হয় চম্পাই সোরেনকে। কিন্তু সকালে কুয়াশার কারণ দেখিয়ে প্রাইভেট প্লেনও বাতিল করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কার্যত যেনতেনপ্রকারেণ বিধায়ক ভাঙানোর খেলায় নামে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। শেষে মুখ থুবড়ে পড়ে গেরুয়া শিবির।

সোমবারের আস্থা ভোটে অংশ নিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও অনুমতি দেয় ইডি। এদিন ইডি হেফাজত থেকেই বিধানসভায় এসেছিলেন সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হেমন্ত সোরেন বলেন, আমার গ্রেফতারি গণতন্ত্রের কলুষিত অধ্যায়। এর পিছনে রাজ্যপালেরও হাত রয়েছে। আমাকে গ্রেফতার করার পটভূমি রচনা করা হয়েছিল ২০২২ সালেই। আমি হার মানব না, চোখের জলও ফেলব না। সময়ের জন্য তুলে রাখলাম আমার চোখের জল।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন চম্পাই সোরেন। তাঁর সমর্থনে বিধায়কদের তালিকা দিয়ে চিঠি রাজ্যপালের কাছে জমা দিলেও সোমবার আস্থা ভোটের নির্দেশ দেয় রাজভবন। সেইমতো সোমবার বিধানসভার ৮১ আসনে মধ্যে ৪৭ জনের সমর্থন তাঁর পক্ষে যায়। ম্যাজিক ফিগার ৪১ পেরোতে কোনও সমস্যাই হয়নি জেএমএম-কংগ্রেস জোটের।

মূলত ছ'দিন ধরে বিজেপির চক্রান্তে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর আসন ফাঁকা পড়ে থাকারই অভিযোগ জানিয়েছে জেএমএম। তাদের দাবি, মাত্র কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার পর প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে সরকার গঠন করতে মোটেও অপেক্ষা করতে হয়নি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথও নিয়ে ফেলেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করার পরেও বিরোধী দলের মনোবল ভাঙাতে না পারায় সেখানে অপারেশন লোটাস ব্যর্থ হয়। সেই প্রতিহিংসাতেই ছ'দিন ধরে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে মুখ্যমন্ত্রীর পদ খালি রেখেছিল রাজভবন।

ধরনার প্রস্তুতি বৈঠক ইন্ডোরে

প্রতিবেদন : ১০ ফেব্রুয়ারি ধরনার প্রস্তুতি বৈঠক করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্ব। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৩ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ব্রাত্য বসু, সুজিত বসু, নির্মল ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী সহ জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের শাখা সংগঠনগুলির ধরনা কর্মসূচির পর ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে বিভিন্ন জেলা এই ধরনা কর্মসূচি চালাবে। ১০ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের দায়িত্বে। তা নিয়েই এদিন প্রস্তুতি বৈঠক সারে জেলা নেতৃত্ব। ঠিক হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে সবস্তরের জনপ্রতিনিধিদের ধরনায় যোগ দিতে হবে। সংসদ চলায় সাংসদরা সম্ভবত আসতে পারবেন না। তবে বিধায়কদের দফায় দফায় উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলছে। নেতৃত্বের নির্দেশ, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অধিবেশনেও থাকতে হবে, ধরনাতেও যেতে হবে। এই জেলায় ১০০ দিনের কাজের বহু কর্মীই বঞ্চিত। জেলার ধরনায় থাকবেন সেই বঞ্চিত মানুষেরাও।

নেতাজি ইন্ডোরে ধরনার প্রস্তুতি বৈঠকে ব্রাত্য বসু, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পার্থ ভৌমিক, রথীন ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী, নির্মল ঘোষ প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় জখম চালক

প্রতিবেদন : গাড়ির চাকা খুলে বিপত্তি! সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনেই গাড়ি দুর্ঘটনা দমদমের নাগেরবাজারে। সূত্রের খবর, এদিন সকালের দিকে নাগেরবাজারের ডায়মন্ড প্লাজার কাছে একটি পুলকারের চাকা খুলে যায়। এরপরই উল্টে যায় গাড়িটি। মূলত এদিন সকালে পুলকারটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে স্কুলের বাচ্চাদের নেওয়ার জন্য আসছিল। ডায়মন্ড প্লাজার কাছে আসতেই গাড়ির চাকা খুলে যায়।

৩২৮ তালিকা

(প্রথম পাতার পর)

বাকিদের আন্দোলন চলছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে, সভাপতি ও সহসভাপতিদের প্রচেষ্টায় এবং ডিপিএসসি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)-র চেয়ারম্যান অজিতকুমার নায়েকের পরিশ্রমের ফল পেতে চলেছেন ৩২৮ জন প্রার্থী। তৃণমূল মুখপাত্র তাঁদের চাকরির জন্য মধ্যস্থতা করছিলেন। তিনি আবেদন করেন, মঙ্গলবার ১১টায় সংবাদিক বৈঠক করে ৩২৮ জনের প্যানেল ঘোষণা করবেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান। সকাল থেকেই নিয়োগের চিঠি পোস্ট হওয়া শুরু হবে। ফলে যাঁরা আন্দোলন করছেন, যাঁরা আন্দোলনের সময়ও আমার কাছে আসেন, আমি তাঁদের অনুরোধ করব, জটটা ধাপে ধাপে খুলছে। ডিপিএসসি চেয়ারম্যান মঙ্গলবার অফিসে যাবেন, সাংবাদিক বৈঠক করবেন। তিনি প্যানেল ঘোষণা করবেন এবং নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু হবে। ফলে তাঁকে অফিসে যেতে দিন। আপনারা যাঁরা ধরনা দিচ্ছেন তাঁদের অনুরোধ, আপনারা ধরনা তুলে নিন। আপনাদের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, ক্ষোভ থাকে আবার কথা বলা যাবে। কিন্তু আপনারা অজিতকুমার নায়েককে সহযোগিতা করুন।

মর্টার শেল উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিউ চ্যাংরাবান্ধায় রেললাইনের কিছুটা দূরে একটি মর্টার শেল উদ্ধার হয়। তবে কীভাবে মর্টার শেলটি ওই জায়গায় এল এই নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে

নারী-নির্যাতন রুখতে এবার প্রচারে নামলেন চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকরা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : নারী-নির্যাতন রুখবে মেয়েরাই। জানতে হবে আইন-কানুন। পাহাড়-জঙ্গলের প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েরাও যেন পিছিয়ে না থাকেন। এর উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে মহিলাদের সচেতনতায় চলছে একের পর এক শিবির। শিবিরগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এবার নারী-নির্যাতন রুখতে চা-বলয়ে মহিলারা শ্রমিকরা নামলেন প্রচারে। অর্থের অভাবে বাল্যবিবাহ, ডাইনি প্রথা-সহ বহু সামাজিক সমস্যা ঘিরে রয়েছে প্রায় প্রতিটি চা বাগানে। তাই কতটা সমস্যায় রয়েছেন চা-শ্রমিকরা, সেই বিষয়টিকেই এবার নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

পথনাটিকায় সচেতনতার প্রচারে চা-বাগানের মহিলারা।

কিছুদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেস ডুয়ার্স-এর চা-বাগানগুলিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতার কর্মশালা পরিচালনা করে। সেখানে চা-বাগানের মানুষদের অধিকার, প্রাপ্য সব বিষয়ে সচেতন করা হয় চা-শ্রমিকদের। সেই সচেতনতার শিবির দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রতি কালচিনি ব্লকের মধু চা-বাগানে বকুলবাগান রঙ্গমঞ্চের তরফে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। সেখানেই নাটকের মাধ্যমে বাগানের শ্রমিকরা নিজেদের সমস্যা তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি বাগান-সমাজে সচেতনতা প্রচার করতে কম বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে কী কী সমস্যা হতে পারে সেটিও নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এই দুই নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন মধু চা-বাগানেরই শ্রমিকরা। এদিন আয়োজক সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও এলাকার জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন এবং আগামীতেও এরূপ সচেতনতামূলক নাট্য-অনুষ্ঠান আরও বেশি হবে বলে বকুলবাগান রঙ্গমঞ্চের তরফে জানানো হয়।

জনসংযোগে নেতা

■ মর্নিং ওয়াকে এলাকায় গিয়ে কোন এলাকার কি কি সমস্যা আছে তা ঘুরে দেখছেন তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। কোচবিহার ১ ব্লকের গুড়িয়াহাটি অঞ্চলের শ্যামসুন্দর পল্লি, গোলবাগান, পাটাকুড়া, পিলখানা-সহ এলাকায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে মর্নিংওয়াক এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা বিশেষ করে পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। জেলা সভাপতি বলেন, অতি দ্রুত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করবেন। এভাবে প্রতিদিন মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে তাদের মনের কথা শুনবেন তারা।

রাজস্থান থেকে এসেছে উন্নত মানের যন্ত্রাংশ

মাছের খাবার তৈরিতে হচ্ছে ফিশ ফিড প্লান্ট

সংবাদদাতা, মালদহ : মুখ্যমন্ত্রী মালদহ সফরে এসে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এবার মালদহে উদ্বোধন হতে চলেছে ফিশ ফিড প্ল্যান্ট। মালদহের গাজোলের পান্ডুয়াতে ফিশ ফিড প্লান্টের উদ্বোধন হবে। আর এই প্রকল্পটি উদ্বোধন হলেই দৈনিক দু'টন মাছের খাবার তৈরি হবে। এই প্রকল্পের জন্য রাজস্থান থেকে ৪টি উন্নত মানের যন্ত্রাংশ নিয়ে আসা হয়েছে।

মালদহ জেলা মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বঙ্গীয় মৎস্য যোজনার সহযোগিতায় স্থানীয় এক মহিলা উপভোক্তার মোট আড়াই বিঘা জমির উপর এই প্রকল্পটি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি করতে মোট ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে মাছেদের দুই রকম খাবার তৈরি করা হবে। একটি ভাসমান খাবার, অন্যটি ডোবা খাবার। সেগুলি প্রতিদিন উৎপাদন হবে ২ টন। এই খাবারগুলি বাজারে কম দামে বিক্রি করা হবে। এতে জেলার মাছ চাষীরা ব্যাপক উপকৃত হবেন। মালদহ জেলা মৎস্য দফতরের সহ অধিকর্তা অমলেন্দু বর্মন বলেন, মুরগি বড় করতে গেলে যেমন খাবারের প্রয়োজন হয়। ঠিক মাছেদের ক্ষেত্রেও তাই। জলে থাকলেও ভীষণভাবে খাবারের প্রয়োজন হয়।

মালদহ

নকলে বাধা, স্কুলে ভাঙচুর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : নকলে বাধা দিতেই স্কুলে চড়াও কয়েকজন ছাত্র। সোমবার জলপাইগুড়ির বারোপাটিয়া পিআরএন হাইস্কুলে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বেলাকোবা হাইস্কুলে একাংশ ছাত্রদের বিরুদ্ধে। পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী সাড়ে নটার সময় প্রশ্নপত্র-সহ খাতা নিয়ে ক্লাস রুমে পৌঁছোয় শিক্ষক। কিন্তু ক্লাসরুমে যেতেই জানালার পাল্লা ভাঙা এবং ফ্যানের ব্লেড বাঁকানো অবস্থায় দেখেন শিক্ষক। পরপর চারটি রুমে এমন ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নকলে বাধা পেয়েই এমন কর্মকাণ্ড করেছে পরীক্ষার্থীরা বলে অভিযোগ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমীর সেন জানিয়েছেন, বেলাকোবা হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরা এই ভাঙচুর করেছে, স্কুলের একাধিক জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পর্ষদ।

প্রতিবন্ধীদের পাশে রাজ্য

শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের পাশে দাঁড়াল রাজ্যসরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও জয়পুরের ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক যন্ত্র প্রদান কর্মসূচি সফল ভাবে চলছে জেলা জুড়ে। সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইসলামপুর ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জয়পুর ফুট ক্যাম্পের সূচনা হল। এদিন উর্দু একাডেমি প্রাঙ্গণে বিশেষচাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহায়ক সরঞ্জাম, হিয়ারিং এড, হুইলচেয়ার, ট্রাই সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। মহকুমাশাসক আব্দুস সামাদ, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালা-সহ বিডিও প্রমুখ। জেলায় ৫টি জায়গায় এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বক্সার জঙ্গলে ফের দেখা দিল বাঘ

প্রতিবেদন : বক্সার জঙ্গলে ফের বাঘের ছবি ক্যামেরা-বন্দি হল। গত বৃহস্পতিবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবিটি ধরা পড়ে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এক মাসে প্রায় ১২ বার বক্সায় বাঘের ছবি ক্যামেরাবন্দি হল বলে জানিয়েছে বনদফতর। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে গত কয়েক বছর ধরেই বাঘের বসবাসের পরিবেশ গড়ে তোলার কাজ চলছে।

উত্তরে বাড়বে ঠাণ্ডা

■ হাওয়া অফিস জানিয়েছে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি হবে রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণের একাধিক জেলায়। তার আগে সোমবারই বৃষ্টি হল মালদহে। দুই দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভবনা। উত্তরের ঠাণ্ডা আরও বাড়বে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে মেঘলা আকাশের কারণে দক্ষিণের জেলাগুলি থেকে শীত কার্যত বিদায় নিয়েছে। কিন্তু উত্তরের জেলাগুলিতে শীতের যে নয়া ইনিংস শুরু হচ্ছে তা বলায় যায়।

শীতবস্ত্র প্রদান

■ বাড়ি বাড়ি গিয়ে এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের হাতে তুলে দিলেন শীতবস্ত্র। তৃণমূল কংগ্রেস গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের এই প্রয়াস এলাকার সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এলাকার শীতার্ত দুঃস্থ মহিলাদের হাতে এদিন শীতবস্ত্র তুলে দেন তিনি। বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯০ নং বুথের পঞ্চায়েত সদস্য সত্যগোপাল দাস ৫০টি দুঃস্থ মহিলাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। তিনি বলেন, মানুষের পাশে থাকা আমাদের কর্তব্য।

ডেস্টিনেশন বাংলা, জার্মান দম্পতির প্রি-ওয়েডিং শ্যুট কোচবিহারে

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলার পর্যটন কেন্দ্রগুলি পৌঁছে গিয়েছে আন্তজাতিক দরবারে। এবার আরও চমক। জার্মান দম্পতি বিয়ের আগে ফোটো শ্যুটের জায়গা হিসাবে বেছে নিলেন বাংলার পর্যটন কেন্দ্রকে। কোচবিহার রাজবাড়ির চত্বরে সারাদিন ধরে চলল নানান পোজের ছবি তোলা। জার্মানের বাসিন্দা এডুয়ার্ড গোটউইক তাঁর প্রি ওয়েডিং শ্যুট করেছেন রাজবাড়িতে। যার ভিডিও ও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। জার্মানির বাসিন্দা এডুয়ার্ড গোটউইক ও তাঁর স্ত্রী ঋতুপর্ণা গোটউইক সম্প্রতি কোচবিহারে এসেছিলেন। ঋতুপর্ণা বিবাহসূত্রে জার্মানির বাসিন্দা হলেও তিনি কোচবিহারের মেয়ে। জার্মানিতে বিয়ে সম্পন্ন করে কোচবিহারে শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন এডুয়ার্ড। এখানেও বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। তারই মাঝে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িতে ওয়েডিং শ্যুট করেছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, বিদেশের বহু জায়গা ডেস্টিনেশন ম্যারেজের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন অনেকে। তবে এবার বিদেশ থেকে দম্পতির বিয়ের আগে ছবি তোলার জায়গা হিসাবে কোচবিহার রাজবাড়িকে বেছে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে খবরের শিরনাম। এলাকার বাসিন্দারাও এই ফোটো শ্যুট দেখতে এসেছিলেন অনেকে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 February, 2024 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

আরও ৪৩ নতুন বাস পাচ্ছে এনবিএসটিসি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : যাত্রী পরিষেবায় উদ্যোগ। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা পাচ্ছে আরও ৪৩টি নতুন বাস। প্রথম পর্যায়ে আসবে ৩১টি বাস। এরপর দু'সপ্তাহ পর আরও ১২টি বাস আসবে। চলতি মাসের ৭ তারিখ কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ৩১টি বাসের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার একটি বৈঠক করে এমনটাই জানালেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এদিন কোচবিহার পরিবহণ ভবনে এব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, প্রথম ধাপে যে বাসগুলি এসেছে সেই বাসগুলির নম্বরপ্লেট সহ রাস্তায় চলার জন্য বৈধ অনুমতিপত্রের কাজ চলছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে আরও ১২টি বাস পাবে সংস্থা। জানা গিয়েছে, কোচবিহার আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা রুটে যাতায়াত করা পুরনো বাসগুলি বাতিল করে নতুন বাস চলবে। শিলিগুড়ি ডিপো থেকে চলবে সাতটি নতুন বাস। জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি মালবাজার সহ বিভিন্ন ডিপো থেকে নতুন বাস চলবে নানা রুটে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বারোটি বাস পেতে চলেছে সংস্থা। এর মধ্যে আছে নয়টি রকেট বাস ও তিনটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস। চেয়ারম্যান জানান, মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালে বাস পরিষেবার উদ্বোধনের পরে কোচবিহারে সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে এই পরিবহণ সংস্থার আধিকারিকরা বাসগুলিকে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে যাত্রার সূচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী দুটি শিলান্যাস করবেন। শিলিগুড়ি মাল্লাগুড়ি ডিপোর প্রাচীর ও পরিকাঠামো উন্নয়নে এককোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজের সূচনা হবে। এছাড়াও বালুরঘাট ডিপোর পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের শিলান্যাস করা হবে। এছাড়াও ময়নাগুড়ি ডালখোলা কৃষ্ণনগর ডিপো পরিকাঠামোর উন্নয়ন শীঘ্রই শুরু হবে।

বৈঠকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারাম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

বাস রুট

১) দিনহাটা, মাথাভাঙা ও শিলিগুড়ি-বালুরঘাট রুটে নতুন দশটি বাস।
২) শিলিগুড়ি-রাঁচি নতুন রুটে চলবে নতুন বাস।
৩) রায়গঞ্জ ও বহরমপুর ডিপোতে সাতটি নতুন বাস চলবে।
৪) বহরমপুর-রানিতলা নতুন রুটে বাস চলবে।

রাস্তার সূচনা

কালিয়াগঞ্জ ব্লকে তিনটি ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হল সোমবার। বরুনা অঞ্চলের দক্ষিণ গোবিন্দপুর এলাকা ও মালগাও অঞ্চলে দুটি রাস্তার কাজ শুরু হয়। প্রথমটি ১৫ ও দ্বিতীয় দুটি রাস্তার জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ লতা সরকার প্রমুখ।

শৌচাগারের উদ্বোধন

কালিয়াগঞ্জে নবনির্মিত শৌচাগারের উদ্বোধন হল সোমবার। ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয়ে শৌচাগারটি নির্মাণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীথিকা দেবশর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পিয়ালি দেবসিংহ উপস্থিত ছিলেন এদিনের কর্মসূচিতে।

গায়েব টাকা, ব্যবস্থা

দক্ষিণ দিনাজপুরে কন্যাশ্রী ছাত্রীর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা। ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ ছাত্রী। এই ঘটনা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের বালাপুর গ্রামের। বালাপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী শিখা কর্মকারের বক্তব্য, তিনি কন্যাশ্রী প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অ্যাকাউন্টে ঢোকার পরই তা গায়েব হয়ে যায়। সাইবার ক্রাইম দফতরে দ্বারস্থ হন ছাত্রী এবং তাঁর অভিভাবক। শুরু হয়েছে তদন্ত।

হাতির হানায় মৃত্যু

জঙ্গলে গরু চরাতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হল খেরকাটা গ্রামের এক বৃদ্ধের। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়না রেঞ্জের অন্তর্গত সুলকাপাড়ার জঙ্গলে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম কিরাতু মুন্ডা (৬৭)।

সাইকেল বিলি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সবুজসাথী প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিলি বালুরঘাটে। সোমবার বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার ৪টি হাই স্কুলের ৩১২ জন ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল প্রদান করা হয় বালুরঘাট কৃষক বাজার চত্বর থেকে। ছিলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার।

অনলাইনেই মিউটেশন

বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কলকাতার পর শিলিগুড়ি। এবার অনলাইনেই হবে জমির মিউটেশন। সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে চালু হল ই-মিউটেশন পদ্ধতি। এদিন মেয়র গৌতম দেব এই পদ্ধতির সূচনা করেন। এর আগে শিলিগুড়ি পুরনিগম ট্রেড লাইসেন্স করার পদ্ধতি অনলাইনে চালু করেছিলেন। এর ফলে প্রচুর মানুষ উপকৃত হয়েছিলেন। এবার ই-মিউটেশন চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের আরও বেশি সুবিধে হল। এদিন পুরনিগমের সভা কক্ষে মেয়র গৌতম দেব সহ কমিশনার সোনম ওয়ানদি ভুটিয়া-সহ কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে এই পদ্ধতির সূচনা হয়। তবে এই বিষয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, আমরা আগে ট্রেড লাইসেন্স করা-সহ রিনিউয়াল পদ্ধতি অনলাইনে চালু করেছিলাম। এবার ই-মিউটেশন চালু করা হল।

সেতু ভেঙে বিপত্তি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সেতু ভেঙে জলাশয়ে পড়ল পাথর বোঝাই লরি। সোমবার এই ঘটনাটি শীতলকুচির রথের ডাঙা এলাকার। প্রায় ২০ টন পাথর নিয়ে লরিটি রথের ডাঙা বাজারের দিকে যাচ্ছিল। তখন দুর্বল সেতুতে উঠতেই মাঝ বরাবর ভেঙে যায় সেতুটি। এর আগেও বেহাল সেতু সংস্কারের জন্য গ্রামবাসীরা দাবি তুলেছিলেন। লরি মালিক ইয়াচিন মিয়া জানান, দ্রুত এই সেতু সংস্কার প্রয়োজন। পাথর বোঝাই লরি উদ্ধারের জন্য পুলিশকে জানালে শীতলকুচি থানার পুলিশ এলাকায় আসে। সোমবার বিকেলে সেই সেতু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে যায়।

লেপার্ডের আতঙ্ক

প্রতিবেদন : সাতসকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরের পাশে ডিগরাভিটা গ্রামে পড়ে থাকতে দেখা গেল গরুর দেহাংশ। সোমবার এই ঘটনায় এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগডোগরা থানার পুলিশ ও বনকর্মীরা। এলাকায় শুরু হয় চিতাবাঘের খোঁজে তল্লাশি। চিতাবাঘের সন্ধান পাওয়া না গেলেও এলাকায় পটকা ফাটাতে দেখা যায় বনকর্মীদের। ডিগরাভিটা গ্রামে এখনও বিরাজ করছে চিতাবাঘের আতঙ্ক। গ্রামগুলিতে মাঝে মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছিল গবাদি পশুর দেহাংশ। বনকর্মীদের অনুমান, চিতাবাঘের হামলায় প্রাণ গিয়েছে গরুটির।

স্কুলের তৎপরতায় হাসপাতালে শুয়েই পরীক্ষা দিচ্ছে রোহিত

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এক ছাত্র। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিল স্কুল। সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রটিকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। শিক্ষকদের সহযোগিতায় বেডে শুয়েই পরীক্ষা দিল ওই ছাত্র। বালুরঘাটের নালন্দা বিদ্যাপীঠ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশংসা করেছেন অসুস্থ ছাত্র-সহ অন্যান্য ছাত্রের অভিভাবকরাও। সোমবার ছিল মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ে রোহিত কিসকু। হঠাৎ-ই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রোহিত। এরপর স্কুলের শিক্ষকরা অসুস্থ ছাত্রকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করেন। শিক্ষকদের সহযোগিতায় হাসপাতালের বেডে শুয়েই পরীক্ষা দেয় রোহিত। ওই ছাত্রের অভিভাবক-সহ বাকিরাও শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

হাসপাতালের বেডে পরীক্ষা দিচ্ছে ছাত্র।

মাধ্যমিকের আবহে বাজল ডিজে, কড়া ব্যবস্থা নিল পুলিশ

প্রতিবেদন : চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এর মধ্যেই তারস্বরে ডিজে বাজিয়ে চলছিল বিয়েবাড়ি। খবর পাওয়া মাত্রই ব্যবস্থা নিল পুলিশ। বিয়েবাড়িতে গিয়ে সটান ডিজে বক্স বন্ধ করে দিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। ফের এমন কাণ্ড ঘটালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানানো হয়েছে ওই বাড়ির বাসিন্দাদের। মেটিলির মূর্তির ঘটনা। একটি বেসরকারি রিসর্টে চলছিল বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান। এই রিসর্টের মধ্যেই সকাল থেকে চলছিল নাচ, গান। এলাকায় রয়েছে বহু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কিন্তু বিয়ে বাড়ির লোকজন সেসব তোয়াক্কা না করেই জোরে ডিজে বক্স বাজায় বলে অভিযোগ। খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রথমে রিসর্টের ম্যানেজারকে গিয়ে অসুবিধার কথা বলার পরও কর্ণপাত করা হয়নি। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে ডিজে বন্ধ হয়।

বিয়েবাড়িতে হানা পুলিশ আধিকারিকের

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

6 February, 2024 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মঙ্গলবার

দিঘায় সরকারের দেওয়া জমিতে গড়ে উঠবে মসজিদ। মসজিদটি বানাবে জমিয়তে উলেমায় হিন্দ। ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর

মাড়গ্রামে খুন-হওয়া দুই সহযোদ্ধাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

সংবাদদাতা, মাড়গ্রাম : গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ৫ ফেব্রুয়ারির দিনেই দুই তৃণমূল কর্মী জিয়ারুল আলি ওরফে লাল্টু ও নজরুল ইসলাম ওরফে নিউটন খুন হন বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের হাতে। ১৫ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়। দুই শহিদ সহযোদ্ধাকে ভোলেনি দলের অন্যরা। সোমবার সেই জোড়া তৃণমূলকর্মী খুনের দিনটিকে স্মরণ করে মাড়গ্রামে শহিদবেদিতে মালা দিলেন নেতা-কর্মীরা। মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে শহিদবেদি থেকে হাতিবাঁধা পর্যন্ত মৌনমিছিলে শামিল হন শত শত মানুষ। বেদিতে মাল্যদান করেন। মিছিলে হাঁটেন হাঁসন বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, রামপুরহাট দুই ব্লক সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গত বছর ৪ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টা নাগাদ বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় জিয়ারুল (৩৮) ও নজরুলের (৩৭)। দুজনেরই বাড়ি বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার হাসপাতালপাড়ায়। দুষ্কৃতীরা ঝোপের মধ্যে থেকে মোটরবাইক লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিউটনের। কলকাতার পিজি হাসপাতালে মৃত্যু হয় মাড়গ্রাম ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভুটু শেখের ভাই জিয়ারুলের। রাতেই পুলিশ প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শেখ সুজাউদ্দিন, তাঁর দুই ছেলে-সহ ছজনকে গ্রেফতার করে। ঘটনার পরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাতেই গ্রামে পৌঁছে যান তৃণমূলের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। তিনি স্বজনহারা পরিবারের পাশে দাঁড়ান। উত্তেজিত কর্মীদের শান্ত না করলে বড় ধরনের অঘটন ঘটত।

জিয়ারুল আলি ও নজরুল ইসলামের শ্রদ্ধায় বিধায়ক-সহ এলাকাবাসী।

লোকসভা নির্বাচন পুরুলিয়ায় বৈঠক

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর বিধানসভা এলাকাটি বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে পড়ে। এই বিধানসভা এলাকায় প্রাক্ নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার বিশেষ বৈঠক করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক স্বপন বেলথরিয়া ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার কাশীপুরে তৃণমূল কংগ্রেস দফতরে এই বৈঠকটি হয়। উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্তরের দলীয় কর্মীরা। ছিলেন দলের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। পরে সভাপতি জানান, রঘুনাথপুর থেকে দল আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল লিড দেবে বাঁকুড়া লোকসভা আসনের দলীয় প্রার্থীকে। তারই প্রস্তুতি শুরু হল জোরকদমে।

বৈঠকে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন বেলথরিয়া প্রমুখ।

বেআইনে গাছকাটা ঠেকালেন উপপ্রধান

সংবাদদাতা, ডেবরা : একের পর এক সরকারি গাছ কেউ বা কারা কেটে নিচ্ছে। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত উপপ্রধান। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ইটাই এলাকায়। সোমবার সকালে গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দন বেরার কাছে খবর যায়, কেউ বা কারা বেশ কয়েকটি সরকারি গাছ কেটে ফেলেছে। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে উপপ্রধান গিয়ে দেখেন সবাই চম্পট দিয়েছে। গাছগুলি টেন্ডার করে কাটার কথা ছিল। তার আগেই এই ঘটনায় হতবাক সবাই। আপাতত গাছগুলি উদ্ধার করে গ্রামপঞ্চায়েতে রাখা হবে। বন দফতরকেও খবর দেওয়া হবে বলে জানান উপপ্রধান।

ভলিবল প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : খাতড়া মহকুমা স্পোর্টস কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় একদিবসীয় জঙ্গলমহল ভলিবল প্রতিযোগিতা হল। রবিবার, খাতড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির হস্টেল ক্যাম্পাসের মাঠে। খাতড়া মহকুমার আটটি ব্লক অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন এসডিও দফতরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সঞ্জয় মালাকার। মহকুমা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন আধিকারিক তথা মহকুমা স্পোর্টস কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাপস রায়। ফাইনাল খেলা হয় রাইপুর ও সিমলাপাল ব্লকের মধ্যে। রাইপুর ২-১ ব্যবধানে জয়ী হয়। দুই দলকেই ট্রফি দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছিলেন মহকুমাশাসক নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রক্তদান শিবির

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জেলার ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের ঘাটতি মেটাতে রক্তদান শিবির হল খাতড়ায়। সোমবার খাতড়া পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে শিবিরের আয়োজন করা হয় স্কুলপ্রাঙ্গণে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, শিবিরে ২০ জন মহিলা-সহ মোট ৫০ জন রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন খাতড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারের কর্মীরা।

পরিকল্পনা করে কন্যাসন্তানকে খুন

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : ডোমকলের ভাতশালার শিশুকন্যা খুনে নয়া মোড়। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এল একেবারে চাঞ্চল্যকর তথ্য। নিজের মেয়েকে মারার চেষ্টা একদিনের ছিল না। প্রথম থেকেই পরিকল্পনা ছিল বাবা-মায়ের। ভাতশালার বাসিন্দা দবির শেখের দুই ছেলে। বড় কর্মসূত্রে থাকে ভিনদেশে। ছোট রেন্টু। এলাকায় কুখ্যাত। তার নেশা আসক্তির জেরে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের দিনেই বাসে করে দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে আসে। এভাবেই কিছুদিন চলে। কাজ বলতে মাঝে মাঝে কেরল আর অন্য সময় চুরিচামারি। এরই মধ্যে প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম। পাঁচ বছরে তিনটি কন্যার জন্ম। আগের দুই কন্যা দাদিমার কাছে থাকত। দ্বিতীয় কন্যা হওয়ার পর থেকেই পরিবারে বিবাদ বাড়ে। তার জের পড়ত কন্যাসন্তানের ওপর। বড়র বয়স ৪ বছর। তার হাত ভেঙে দেয় বাবা-মা। দ্বিতীয় কন্যা ২ বছর। তারও কোমর ভেঙেছে গুণধর বাবা-মা। ছোটটার বয়সটা মাত্র চার মাস। তাকে যে খুন করবে ভাবতে পারেনি কেউই। রবিবার সকালের দিকে দুধ খাইয়ে ঘরে নিয়ে যায় স্ত্রী বেলুয়ারা। সেখানেই আছাড় মেরে খুন বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের জানায় ঘুমিয়ে আছে। ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতে না চাওয়ায় সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। গ্রেফতার করে দুই নরপিশাচকে।

আদালতের পথে দুই অভিযুক্ত।

ঝাড়গ্রামে হাতির হানায় গুরুতর জখম একজন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি। সোমবার সকালে, ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিটের শবরপাড়ায়। আহত ব্যক্তির নাম গোষ্ঠ মল্লিক (৪৫)। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি হাতি পিছন দিক থেকে এসে শুঁড়ে পেঁচিয়ে ধরে আছাড় মেরে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। সাঁকরাইল ব্লকের ক্ষুদমরাই অঞ্চলের ছোড়দা গ্রামে তাণ্ডব চালিয়ে তিনটি মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে একটি হাতি। বাসিন্দারা তাড়া করলে হাতিটি স্থানীয় জঙ্গলে চলে যায়। খড়্গপুর ডিভিশনের ডিএফও মণীশ যাদব বলেন, যাদের বাড়িঘর ভেঙেছে, তারা সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

চিকিৎসাধীন গোষ্ঠ মল্লিক।

স্পেনের দম্পতি দত্তক নিল বীরভূমের বিশেষ শিশুকে

সৌমেন্দু দে ● সিউড়ি

সুদূর স্পেন থেকে বীরভূমে এসে বিশেষ শারীরিক চাহিদাসম্পন্ন এক শিশুকে দত্তক নিলেন এক স্পেনীয় দম্পতি। সোমবার দুপুরে বীরভূম জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়ে সভাকক্ষে জেলাশাসক বিধান রায় দম্পতির হাতে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও অনুমতিপত্র তুলে দিলেন। পেশায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফ্রান্সিস্কো ডি বোরজা হার্নান্ডেজ বেরিজো স্ত্রী মারাতা গেলিনা হেরনাজকে নিয়ে বীরভূমে আসেন গত সপ্তাহে। ছোট্ট শরৎকে কোলে নিয়ে মারাতা জানিয়েছেন, পাঁচ বছর আগে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে পরিকল্পনা করেছিলেন একটি শিশু দত্তক নেবেন। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা ঘুরেছেন শেষ পর্যন্ত ভারতকে বেছে নিয়েছেন। এদেশে এসে বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। পাশাপাশি পোর্টালে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা পোর্টালের মাধ্যমেই বীরভূমের একটি শিশুকে পছন্দ করেন। এরপরে বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গত কয়েক মাস ধরে দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া চলে। জেলাশাসক বিধান রায় জানিয়েছেন, গত কয়েক মাস ধরে এই দম্পতি নিজেদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশাসনকে অবগত করেছে। যেহেতু শিশুটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তাই তাকে স্পেনে নিয়ে যাওয়ার পরে দম্পতি কীভাবে পালন করবেন সে বিষয়ে প্রশাসনকে আশ্বস্ত করেছেন। জেলা প্রশাসন নজরদারি চালাবে। খোঁজ রাখবে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে শিশুটি মানিয়ে নিতে পেরেছে কিনা। শিশুটির পিতা ফ্রান্সিস্কো বোরজা জানিয়েছেন, শরৎ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বীরভূম জেলা প্রশাসনকে।

স্পেনীয় দম্পতির কোলে ছোট্ট শরৎ।

বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর দাদাগিরি

অতিষ্ঠ ছাতনার স্বনির্ভর গোষ্ঠী

অভিযোগ, বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সুব্রত মণ্ডল টেবিল চাপড়ে বলেছেন, আমার এরিয়ায় কিছু করতে গেলে আমাকে জানাতে হবে

সংবাদদাতা, ছাতনা : বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠল। বাঁকুড়া ছাতনা গ্রামের তেঘরি গ্রামপঞ্চায়েত দখল করে বিজেপি। এরপর থেকে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলগুলির সঙ্গে কার্যত সঙ্ঘাত শুরু হয় পঞ্চায়েতের। অভিযোগ, সম্প্রতি একটি প্রশিক্ষণ শিবিরকে ঘিরে সঙ্ঘর্ষ চরমে ওঠে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রীরা সম্প্রতি ছাতনা ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে লিখিত অভিযোগ জানান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমা মণ্ডল সাহানার স্বামী সুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। কিছু ক্ষেত্রে মহিলা নেত্রীদের নামে কুকথাও বলছেন সুব্রত। আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিডিওর কাছে। নেত্রীরা জানান, উনি পঞ্চায়েতের সদস্য নন, তাহলে সব বিষয়ে ওঁকে কেন আমরা জানাব। উনি টেবিল চাপড়ে বলেছেন, আমার এরিয়ায় কিছু করতে গেলে আমাকে জানাতে হবে। ওটা ওঁর এরিয়াই বা হয় কী করে। বিডিও জানিয়েছেন, উনি এ বিষয়ে সুব্রতকে ডেকে কথা বলবেন।

নদিয়ার দেড় লাখ শ্রমিক পাবেন ১০০ দিনের বকেয়া

সংবাদদাতা, নদিয়া : কেন্দ্রের না দেওয়া ১০০ দিনের বকেয়া টাকা রাজ্য দিতে চলেছে। সেই মতো নদিয়ার প্রায় দেড় লাখ শ্রমিক বকেয়া পেতে চলেছেন ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। পঞ্চায়েত থেকে ভেরিফাই হওয়ার পর দফতর থেকে টাকা চাওয়া হবে। টাকা আসার পর বিডিওরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেবেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পঞ্চায়েত দফতর ও মুখ্যসচিব ভিডিও কনফারেন্স করে এই টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। নদিয়ায় ১০০ দিনের টাকা পাওনা ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯৩৫ জন শ্রমিকের। অনুমোদন হয়েছে ৫৪ কোটি ১৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

টাকা না পাওয়ায় এই শ্রমিকেরা নিদারুণ কষ্টে। নদিয়ায় জব কার্ড হোল্ডার ৭ লক্ষ ৬২ হাজার। ১০০ দিনের কাজে মোট শ্রমিক ১৪ লক্ষ ৭৪ হাজার। ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১০০ দিনই কাজ পেয়েছে ৫,৯১৩ জন। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে দুয়ারে সরকার চলাকালীন ১০০ দিনের কাজে যুক্ত বিভিন্নস্তরের কর্মীরা বাড়তি পরিশ্রম করেন। ১০০ দিনের কাজের কর্মদিবস বেড়ে যায়। বৃদ্ধির হার ২.৭৬ শতাংশ। ২০২১-এর নভেম্বর পর্যন্ত প্রকল্প চলে। তারপর কেন্দ্র টাকা না দেওয়ায় সমস্যায় পড়ে যায়। শেষমেশ রাজ্য সরকার এই টাকা দিতে চলেছে। জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বকেয়া টাকা দেওয়া হবে।

অমানবিক রেল পুনর্বাসনের দাবি

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : যেখানে সুযোগ পায় কেন্দ্র তার প্রতিহিংসামূলক কাজকর্ম চালায়। তাদের অন্যতম হাতিয়ার রেল। একেবারে অমানবিকভাবে বিভিন্ন স্টেশন চত্বরে থাকা অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ শুরু করেছে তারা। রামপুরহাট স্টেশনে তারই প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের সঙ্গে শামিল হয় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হকার ইউনিয়ন। চাপে পড়ে রেল আধিকারিকরা আসেন। তাঁদের আশ্বাস পেয়ে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। অমৃত ভারত প্রকল্পে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে রামপুরহাট স্টেশন। পুরনো পরিকাঠামো ভেঙে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুনভাবে। সেই কারণে রামপুরহাট স্টেশনচত্বরে ফুটপাথে থাকা অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদে নামে রেল। তারই প্রতিবাদ শুরু করেন স্টেশনচত্বরে থাকা ব্যবসায়ীরা। পতাকা ছাড়াই হকারদের সঙ্গে যোগ দেয় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হকার ইউনিয়ন। রেলওয়ে হকার ইউনিয়নের সভাপতি আঙুর শেখ বলেন, রেল উন্নয়ন করুক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু গরিবের পেটে লাথি মেরে নয়।

রামপুরহাট স্টেশন

লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে ছিনতাই সাড়ে ৪ লাখ

সংবাদদাতা, অণ্ডাল : একেবারে সিনেমার কায়দায় দিনেদুপুরে ছিনতাই লক্ষাধিক টাকা। এক ব্যবসায়ীর চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। অণ্ডাল থানার উখড়ার বাজপেয়ী মোড় সংলগ্ন এলাকায়। উখড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাপসকুমার মণ্ডল জানান, প্রত্যেকদিন দোকানের ক্যাশ তিনি ব্যাঙ্কে জমা করে আসেন। অনেক টাকা

থাকে বলে প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় ব্যাঙ্কে যান। সোমবারে তিনি উখরার স্টেট ব্যাঙ্কে যেতে অন্যদিনের রাস্তা ছেড়ে ভিন্ন এক রাস্তা ধরেন। দুষ্কৃতীরা সম্ভবত তাঁকে দোকান থেকেই অনুসরণ করেছিল। তাপস বাজপেয়ী মোড় থেকে একটু দূরে স্কুটি নিয়ে একটা গলি দিয়ে যেতেই মোটরবাইকে চেপে তিনজন দুষ্কৃতী এসে পথ আটকায়। তার চোখে প্রচুর পরিমাণে লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে চম্পট দেয়। দিনেদুপুরে জনবহুল জায়গায় এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পিকনিকে গিয়ে মৃত্যু পোস্ট মাস্টারের

সংবাদদাতা, পটাসপুর : পুকুরপাড়ে পিকনিক করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক তরুণ পোস্ট মাস্টারের। ঘটেছে রবিবার দুপুরে নয়াগ্রাম থানা এলাকার অঘোরপুকুর ঘাটে। মৃত ওই পোস্ট মাস্টারের নাম অমিতকুমার মাইতি (২৩)। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার আরগোড়া গ্রামে। তিনি নয়াগ্রাম ব্লকের তুফুরিয়া শাখা ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার ছিলেন। রবিবার ডাককর্মীদের বনভোজন ছিল। সেই সময় তাঁরা পুকুরঘাটে থাকা একটি ডিঙি নিয়ে জলে নেমেছিলেন। কোনওভাবে ডিঙিটি উল্টে গেলে ওই পোস্ট মাস্টার জলে তলিয়ে যান। নয়াগ্রাম থানায় খবর পৌঁছলে পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং স্থানীয় মানুষজন পুকুরে নেমে তল্লাশি চালিয়ে গভীর রাতে জালের সাহায্যে নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

চার হাত এক করার উৎসব শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরিতে

উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নববিবাহিতরা। সোনাঝুরিতে সোমবার।

সংবাদদাতা, বোলপুর : শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি তার হাটের জন্য বিখ্যাত। পর্যটকেরা সেখানে ভিড় করেন। তার বাইরেও নজর কাড়ছে সোনাঝুরি। এখানে দিনমজুর, রঙমিস্ত্রির ঘরের মেয়েদের হাতে লাগবে মেহেন্দির রঙ। চার হাত হবে এক। তাই সোমবার সকাল থেকেই সোনাঝুরির বাউলহাট কটেজে ছিল সাজ সাজ রব। তারাস্মৃতা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাড়গ্রাম, তারাপীঠ সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নুন আনতে পান্তা ফুরনো পরিবারের মোট সাতজন কনেকে হাজির করায় ওই সংগঠন। সংগঠনের একুশতম বর্ষে ঊনপঞ্চাশতম অনুষ্ঠানে ছিল না কোনও খামতি। বধূবেশে এই সাত কন্যার আনন্দে পরিবারের সঙ্গে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষঙ্গ মেনে ছিল না কোনও অভাব। শেষে ভূরিভোজের সঙ্গে হয় মধুরেণ সমাপয়েৎ।

সরস্বতী প্রতিমার উপর হামলা

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীতাণ্ডব। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রতিমা। আর কদিন পরেই পুজো। তাই প্রতিমাশিল্পীরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করছেন। ফলে ওঁদের মাথায় হাত। বেশিরভাগ প্রতিমাই সম্পূর্ণভাবে তৈরি। শুধু রঙ করা বাকি। এই অবস্থায় প্রতিমাগুলিকে সারি সারি সাজিয়ে রেখেছিলেন। রাতের অন্ধকারে কেউ এসে প্রতিমাগুলোর ওপর হামলা চালায়। শিল্পীরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন, বেশিরভাগ প্রতিমাই ভাঙচুর করে দেওয়া হয়েছে। কারও হাত ভেঙেছে, কারও মুখ বা বীণা। কে বা কারা কোন উদ্দেশে এগুলি ভাঙচুর করেছে, সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেনি।

বিদায় সংবর্ধনায় প্রধানশিক্ষকের প্রশংসায় গ্রামবাসীরা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্যে শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। এই কথাগুলোই উঠল সাঁতুড়ি থানার ঘোড়ামুর্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক আদিত্যপ্রসাদ গড়াইয়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। জনগণনার কাজে কৃতিত্বের জন্য দুবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই শিক্ষক দীর্ঘ ৩৬ বৎসর শিক্ষকতা করার পর এদিন অবসর নিলেন। আবেগঘন পরিবেশে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে বিদায় জানালেন বাসিন্দারা। গ্রামের দিলীপ মণ্ডল, যদুনাথ মণ্ডলরা বলেন,

ওই শিক্ষক জনগণনার কাজ করে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে রৌপ্যপদক পান। ২০০১-এ ব্রোঞ্জ পদক। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। গড়শিকা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বর্ণালি মণ্ডল ও এলাকার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরজিৎ রায় বলেন, রাজ্যের সুস্থ শিক্ষা পরিবেশের জন্য এবং বিদায়ী শিক্ষকের নিষ্ঠায় এই স্কুল থেকে প্রচুর কৃতী ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছে। বিদায়ী প্রধানশিক্ষক বলেন, গ্রামের উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা আছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য দেখলে শিক্ষক গর্ববোধ করেন। এটাই জীবনের চরম পাওয়া।

সুদ কি কমবে? এই জল্পনা নিয়েই মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে রিজার্ভ ঋণনীতি কমিটির তিনদিনের বৈঠক। পণ্যের চড়া দাম আর বিপুল সুদের চাপ ঋণগ্রহীতাদের উপর। বৃহস্পতিবার কমিটি নতুন সুদের হার ঘোষণা করবে

মোদির 'বিকশিত ভারতে' গরিবের বরাদ্দে শুধু 'বিষ'

সংসদে সুখেন্দুশেখর

প্রতিবেদন : লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে 'বিকশিত ভারতের' নাম করে দেশজুড়ে ঢালাও প্রচার চালাচ্ছে মোদি সরকার। বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণেও বারবার শোনা গিয়েছে, 'অমৃত' ও 'বিকশিত ভারতের' কথা। এই প্রসঙ্গ তুলে সোমবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় মোদি সরকারকে তথ্য তুলে ধরে আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দুশেখর রায়। তাঁর কটাক্ষ, ''চারিদিকে এত অমৃতের মধ্যে থেকে জানতে ইচ্ছে করছে যাঁরা বিষপান করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের অবস্থাটা ঠিক কীরকম।''

তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় এদিন রাজ্যসভায় বলেন, ''মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে বেশ কয়েকটি নতুন শব্দ শোনা গেল। যেমন, তিনি তাঁর বক্তব্যে ছয়বার 'বিকশিত ভারত' শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং দশবার 'অমৃত' শব্দের ব্যবহার করেছেন।'' এই প্রেক্ষিতেই রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে সুখেন্দুশেখর প্রশ্ন তোলেন, ''চারিদিকে এত অমৃতের মধ্যে থেকে জানতে ইচ্ছে করছে যাঁরা অমৃত পান করছেন তাঁরা তো সুখে আছেন, কিন্তু যাঁরা এই সরকারের আমলে বিষপান করছেন তাঁদের কী অবস্থা।'' রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে দেশের যুবসমাজকে লক্ষ লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ জানতে চান, ''কত লক্ষ চাকরি দিয়েছে বিজেপি সরকার? তার সঠিক সংখ্যাটা কত?'' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ''নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতিমতো বছরে দু'কোটি চাকরি অর্থাৎ গত ১০ বছরে কুড়ি কোটি চাকরি দেওয়ার কথা। সেখানে শুধুমাত্র কয়েক লক্ষ চাকরির কথা এখন কেন বলা হচ্ছে? দেশের ২৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে বলে কেন্দ্রের তরফে প্রচার করা হচ্ছে, তাহলে সেখানে কেন বলা হচ্ছে না এখনও কত শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার মধ্যে পড়ে রয়েছেন।''

অক্সফাম রিপোর্ট তুলে ধরে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ উল্লেখ করেন, ''দেশের ১ শতাংশ ধনী ব্যক্তি দেশের ৪০ শতাংশের বেশি সম্পত্তির অধিকারী। মোদি বারবার নারীশক্তির জয়গান করছেন অথচ দেশের মহিলা শ্রমিকদের উপার্জন সব থেকে কম।'' সুখেন্দুশেখর অভিযোগ করেন, ''ব্যবসায়ীদের ট্যাক্সে ছাড় দিতে গিয়ে করের বোঝা চাপানো হয়েছে সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘাড়ে। দেশের ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং গরিবরা হয়েছে আরও গরিব।'' তাঁর এদিনের বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যকে কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার এবং ১ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টিও। তিনি বলেন, ''রাজ্যের ২১ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেও নিজেদের হকের টাকা পাননি, কারণ কেন্দ্র তা আটকে রেখেছে। এখন তা মেটাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।''

কেন্দ্রের আর্থিক প্রগতির নমুনা!

পাঁচ বছরে ১২ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ কোটির জালিয়াতি

প্রতিবেদন : আমজনতার উপর কোপ আর ধনীদের দেদার ছাড়। এটাই জনবিরোধী মোদি সরকারের নীতি। আর এই নীতির ফলে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে লুটে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে সরকারের ঘনিষ্ঠ ঋণখেলাপিরা। অথচ তখন এজেন্সির সক্রিয়তা নেই, হাত-গুটিয়ে থাকছে কেন্দ্রও। নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিজয় মালিয়াতেই এই জালিয়াতির ধারা শেষ হয়ে যায়নি। একাংশের সরকার ঘনিষ্ঠ শিল্পপতির ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এখনও লাগাতার জারি রয়েছে দেশে। চাঞ্চল্যকর এই সত্য প্রকাশ্যে চলে এল কেন্দ্রের রিপোর্টে। সোমবার সংসদে মোদি সরকার স্বীকার করে নিল, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ আর্থিক বছর অর্থাৎ গত ৫ বছরে দেশের ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হয়েছে।

লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চান, গত পাঁচটি আর্থিক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে কত টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হয়েছে? এর লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ভাগবত কারাদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, ২০১৮-১৯ সালে ৫০ হাজার ২৬৪ কোটি, ২০১৯-২০ সালে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৯২ কোটি, ২০২০-২১ সালে ৬৭ হাজার ৪৫৯ কোটি, ২০২১-২২ সালে ৩২ হাজার ৩৭৫ কোটি এবং ২০২২-২৩ সালে ১৯ হাজার ৭৫ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি পরিমাণ টাকার জালিয়াতির ঘটনা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আরবিআই তথ্য অনুযায়ী, আলোচ্য পাঁচ বছরে সব থেকে বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচনের বছরে, অর্থাৎ ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে। ঋণখেলাপ ও

অভিষেকের প্রশ্নে স্বীকার কেন্দ্রের

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা এবং ক্ষতির আর্থিক পরিমাণের অঙ্ক সবথেকে বেশি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। আলোচ্য পাঁচ বছরে এসবিআই-তে আর্থিক জালিয়াতির পরিমাণ ৫৮ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে আছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, তাদের ক্ষতি ৪৫ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। তৃতীয় স্থানে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ক্ষতি ৩৭ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। এর পরে আছে যথাক্রমে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (৩২ হাজার ৮১ কোটি টাকা), কানাড়া ব্যাঙ্ক (২৭ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা), ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (২৭ হাজার ৯০৯ কোটি টাকা), ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (১৯ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা), ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (১৮ হাজার ১০৭ কোটি টাকা), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১১ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা), ইউকো ব্যাঙ্ক (১১ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা), ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র (৭ হাজার ৭৯১ কোটি টাকা), পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্দ ব্যাঙ্ক (৪ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা)। এই জালিয়াতির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে আরবিআইকে উদ্ধৃত করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, আরবিআই জানিয়েছে, আইনের অধীনে জারি করা নির্দেশাবলী লঙ্ঘন চিহ্নিত হলেই ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আরবিআই জানিয়েছে, ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৩৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

শিশুদের নিয়ে কড়া নির্দেশিকা কমিশনের

প্রতিবেদন : লোকসভা নির্বাচনের আগে শিশুদের নিয়ে বড় নির্দেশিকা জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কোনওভাবেই নির্বাচনের কাজে কোনও শিশুকে ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিতে চায় কমিশন। ২০১৬ সালের আইন মেনেই এই নির্দেশিকা জারি কমিশনের।

সোমবার নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কাজে শিশুদের ব্যবহার করা যাবে না। প্রচারে শামিল হতে পারবে না শিশুরা। মিছিলে হাঁটা, পোস্টার বিলি, স্লোগান দেওয়া— কিছুতেই রাখা যাবে না শিশুদের। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বৈঠকে থাকতে পারবে না শিশুরা। সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, শিশুদের কোলে বা গাড়িতে করেও কোনও নির্বাচনী প্রচারে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রচারে ব্যবহৃত কোনও কবিতা, গান, বক্তৃতায় শিশুদের উল্লেখ রাখা যাবে না। তবে কোনও রাজনৈতিক নেতার সভায় যদি বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশু উপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্য কোনও বাধা থাকবে না। কিন্তু সেটি প্রচারের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হবে না। প্রচারের সময়ে শিশুশ্রম প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৬ (সিএলপিআর) মেনে চলতে হবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে। নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা সমস্ত আধিকারিককেও শিশুদের ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ মানা না হলে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কেন হেমন্তকে গ্রেফতার? ইডিকে প্রশ্ন

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : কেন গ্রেফতার করা হল ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে? সোমবার সরাসরি সেই প্রশ্নের জবাব কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির থেকে চেয়ে পাঠাল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। আগামী ৪ দিনের মধ্যে ইডিকে জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেমন্ত সোরেন। এবার সেই মামলায় ইডির কাছে জবাব তলব উচ্চ আদালতের। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইডি হেমন্তকে গ্রেফতারির কারণ দেখিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে। এই মামলার পরবর্তী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।

গণতন্ত্রের হত্যা, তীব্র ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচন

প্রতিবেদন : চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচন 'গণতন্ত্রের হত্যা'। কড়া মন্তব্য করে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের ৩ সদস্যের বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, 'ভিডিওতে প্রিসাইডিং অফিসারের কর্মকাণ্ড স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের উপহাস। যা ঘটেছে তাতে আমরা হতবাক। এভাবে গণতন্ত্র হত্যার অনুমতি দিতে পারি না।' পাশাপাশি ওই অফিসারকে নোটিশও জারি করা হয়েছে।

চণ্ডীগড়ে নতুন মেয়র নির্বাচনের দাবিতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপ কাউন্সিলরের আবেদনের ভিত্তিতে সোমবার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের সভাপতিত্বে বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ জানায়, ওই প্রিসাইডিং অফিসারকে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে ব্যালট পেপারগুলিকে বিকৃত করতে। ওই অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য। মামলার শুনানিতে গোটা ঘটনার ভিডিও দেখে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''এটা স্পষ্ট যে তিনি ব্যালট পেপার নষ্ট করেছেন। ওঁর বিরুদ্ধে বিচার হওয়া দরকার। সলিসিটর সাহেব, এটা গণতন্ত্রের উপহাস এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা আতঙ্কিত। একজন রিটার্নিং অফিসারের এই আচরণ? দয়া করে রিটার্নিং অফিসারকে বলুন যে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে দেখছে।''

গোটা ঘটনায় আদালত অভিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার অনিল মসিহকে নোটিশ জারি করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে পুনর্নির্বাচনের পুরো রেকর্ড হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে জমা দেওয়ার জন্য। আদালত জানায়, ''ব্যালট এবং ভিডিওগ্রাফি সংরক্ষণ করা হোক।'' পাশাপাশি, চণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৭ ফেব্রুয়ারির সভা পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হবে। আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। গত ৩০ জানুয়ারি, চণ্ডীগড়ের মেয়র পদের নির্বাচনে আপ-কংগ্রেস জোটের ৮টি ভোট কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রিসাইডিং অফিসার অবৈধ ঘোষণা করেন এবং বিজেপি প্রার্থী মনোজ সোনকরকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। আপ-কংগ্রেস জোট প্রিসাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ আনে এবং প্রমাণস্বরূপ একটি ভিডিও প্রকাশ করে। মেয়র নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ নিয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় আপ-কংগ্রেস জোট।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমেরিকায় নতুন ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ শুরু হয়েছে। এর নাম ক্যানডিডা অরিস। এটি প্রায় বিরল ধরনের একটি রোগ। চিকিৎসারা বলছেন এই ছত্রাকঘটিত সংক্রমণে মৃত্যুহার অনেক বেশি। ইতিমধ্যেই আমেরিকায় অনেকের শরীরে এর সংক্রমণ ঘটেছে

গ্র্যামি এল ভারতে

দেশকে গর্বিত করলেন জাকির, শঙ্কর ও রাকেশ

প্রতিবেদন : জগৎসভায় ভারতীয় সঙ্গীতের জয়জয়কার। গ্র্যামির মঞ্চ জুড়ে ভারতের জয়ধ্বনি। বাঁশির সুরে বিশ্বজয়। ভারতের চার সঙ্গীতশিল্পী জিতে নিলেন গ্র্যামি পুরস্কার। এদের মধ্যে জোড়া গ্র্যামিও এল ঝুলিতে। 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' হিসাবে পুরস্কৃত করা হল ভারতীয় ব্যান্ড 'শক্তি'র গানের অ্যালবাম 'দিস মোমেন্ট'কে। এই ব্যান্ডের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছেন ভারতের চার প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী।

রবিবারই লস অ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত হয় ৬৬তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস। খবর সামনে আসতেই ভারতের সঙ্গীতপ্রেমীদের মধ্যে প্রাণখোলা উল্লাস। উস্তাদ জাকির হুসেন থেকে শুরু করে শঙ্কর মহাদেবন, গণেশ রাজাগোপালন, জন ম্যাকলাফলিন ও ভি সেলভাগণেশ এই শক্তির সদস্য। এঁদের সঙ্গে বিজয়ীর তালিকায় নিজের নাম তুলেছেন বংশীবাদক রাকেশ চৌরাসিয়া।

তবলাবাদক উস্তাদ জাকির হুসেন তিনটি সম্মান পেলেন। তাঁর সৃষ্টি 'পশতো'র জন্য 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক পারফরম্যান্স' বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন তবলার সম্রাট। তবে 'শক্তি' ব্যান্ডের সদস্য হিসাবে বিজয়ী হওয়ার পাশাপাশি সোমবার গ্র্যামির মঞ্চে দ্বিতীয়বার পুরস্কৃত হলেন তিনি। জাকিরের সৃষ্টি 'পশতো' গ্র্যামির মঞ্চে পুরস্কার পায়। একই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন গায়ক শঙ্কর মহাদেবন। জাকির হোসেনের সঙ্গে বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় বংশীবাদক রাকেশ চৌরাসিয়া। রাকেশও দুটি গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন। অন্যদিকে রাজা গোপালন, ভি সেলভাগণেশও পেয়েছেন গ্র্যামি।

প্যান-আধার লিঙ্ক

৭ মাসে জরিমানা বাবদ কেন্দ্র পেল ৬০১.৯৭ কোটি

প্রতিবেদন : সাধারণ মানুষের পকেট কেটে রাজকোষ ভরছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। নির্ধারিত সময়ে প্যান ও আধার লিঙ্ক না করায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ প্রায় ৬০২ কোটি টাকা আয় করেছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের রিপোর্টেই প্রকাশ্যে এল এই তথ্য।

লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী জানান, দেশে প্যান আধার লিঙ্ক করার সময়সীমা ছিল ৩০ জুন ২০২৩। এই সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত যাঁরা নতুন করে লিঙ্ক করেছেন তাঁদের থেকে জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে ৬০১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, প্যান-আধার লিঙ্ক বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩ সালের ৩০ জুনের মধ্যে এই লিঙ্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় এক হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ আরও জানতে চেয়েছিলেন, এখনও প্যানের সঙ্গে কত আধার লিঙ্ক করা হয়নি? জবাবে মন্ত্রী জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত আধারের সঙ্গে সংযুক্ত নয় এমন প্যান-এর সংখ্যা, অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগগুলি বাদ দিয়ে ১১.৪৮ কোটি।

আস্থা ভোটে জয়ী হলেন চম্পাই

প্রতিবেদন : ঝাড়খণ্ড বিধানসভার আস্থা ভোটে জয়ী হল মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনের সরকার। সোমবার সকাল ১১টায় বিধানসভার কার্যক্রম শুরু হয়। আস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনার পর ভোটগ্রহণ করা হয়। ভোটে ৪৭ জন বিধায়ক চম্পাই সোরেন সরকারের সমর্থনে ভোট দেন এবং ২৯ জন বিরোধিতায় ভোট দেন। বিজেপি পেয়েছে ২৫ ভোট, আজসু পেয়েছে ৩টি এবং এনসিপি পেয়েছে ১টি ভোট। পরে মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন বলেন, আমি শিবু সোরেনের ছাত্র। গুরুজি আমাদের আন্দোলন করতে শিখিয়েছেন। হেমন্ত সোরেনের প্রকল্প দেখা যাবে ঘরে ঘরে। ইডি, সিবিআই ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য ভয়ঙ্কর।

বাংলা এগিয়ে, সংসদে তথ্য

প্রতিবেদন : সোমবার রাজ্যসভায় সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ ডাঃ শান্তনু সেন বলেন, জাতীয় তথ্য অনুযায়ী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মধ্যম উদ্যোগের (এমএসএমই) ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বাংলায় ৯০ লক্ষ এমএসএমই সেক্টরে মোট ১৩৬ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। সাংসদ শান্তনু সেনের প্রশ্ন, বাংলাতে এমএসএমই সেক্টরে এত বিশাল পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার পরও কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করার পরিবর্তে কেন ক্রমাগত বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে?

ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব

(প্রথম পাতার পর)

আর নরেন্দ্র মোদিকে মানুষ চিরকাল হিটলার, মিরজাফর হিসেবেই মনে রাখবে। নরেন্দ্র মোদি হচ্ছে সেই কুচুটে বন্ধু, যে পাঞ্জায় না পেরে ভাতে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। আগে কোনও জিনিস কিনলে সেই টাকা থেকে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারের খাতাতেই মানুষের ট্যাক্স যেত। এখন জিএসটি করে মোদি পুরোটাই নিয়ে নিচ্ছে। আর সিপিএম হচ্ছে স্যান্ডো গেঞ্জির বুক পকেট। কাজে লাগে না কোনও, তাও নস্টালজিয়া হয়ে পড়ে আছে বাংলার রাজনীতিতে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, বাংলার মানুষের হকের টাকা মেরে দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যের বঞ্চিত শ্রমিকদের সেই টাকা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরনা মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি ২১ লক্ষ শ্রমিককের অ্যাকাউন্টে বকেয়া টাকা দেবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানান তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। তাঁদের কথায়, সারা দেশে এরকম বুকের পাটা একজনেরই আছে। তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মানুষের বকেয়ার দাবিতে অভিযান চলেছে। কিন্তু কেন্দ্র কিছুই করেনি, উল্টে হেনস্থা করছে বাংলার খেটে খাওয়া মানুষকে। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ করছে। বছরের পর বছর ধরে ইডি-সিবিআই তদন্ত করেও দুর্নীতির কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। শুধু দুর্নীতির মিথ্যাচারে তৃণমূল সরকারকে ফাঁসাতে চাইছে কেন্দ্রের সরকার। এদিন জেলা থেকে ছাত্র পরিষদের সদস্যরা মিছিল করে আসে ধরনা মঞ্চে। এদিন ছাত্র পরিষদের সঙ্গে দায়িত্বে ছিল তৃণমূলের আইটি সেলও। ধরনা মঞ্চে ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, পার্থ ভৌমিক, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, দোলা সেন, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, অশোককুমার দেব, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, জুন মালিয়া, ঋজু দত্ত, রাজন্যা হালদার, সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বেনজির : ইডি হেফাজতে থেকেই বিধানসভায় ভাষণ

'বিজেপি আদিবাসী-বিরোধী, রাজভবনও ষড়যন্ত্রে যুক্ত'

তোপ হেমন্তর

প্রতিবেদন : ভারতের রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল সোমবার। এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক নেতা কেন্দ্রীয় এজেন্সির হেফাজতে থাকাকালীন আইনসভায় বক্তৃতা দিলেন। সোমবার সেই ছবিই দেখা গেল ঝাড়খণ্ড বিধানসভায়। জমি সংক্রান্ত মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর বর্তমানে ওই এজেন্সির হেফাজতে রয়েছেন হেমন্ত। আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর এদিন গুরুত্বপূর্ণ আস্থা ভোটে অংশ নেন তিনি। এদিনের আস্থা ভোটে সম্মানজনকভাবে উতরে গিয়েছে চম্পাই সোরেনের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট সরকার।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কড়া সুরে সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনা করেন বিজেপি সরকারের। হেমন্ত সোরেনের কথায়, আমার গ্রেফতারি গণতন্ত্রের কালো অধ্যায়। এই গ্রেফতারির নেপথ্যে রাজভবনেরও হাত রয়েছে। ৩১ জানুয়ারি রাতে দেশে প্রথমবার একজন মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হল। আমার গ্রেফতারি গণতন্ত্রের কালো অধ্যায়। আমি বিশ্বাস করি রাজভবন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। বিজেপিকে তোপ দেগে হেমন্ত বলেন, যদি ওদের সাহস থাকে তবে যে জমিতে আমার নাম নথিভুক্ত হয়েছে, তার নথি দেখাক। যদি আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত হয়, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডে বিজেপির এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, এরা ভাবছে আমাকে জেলে ভরে উদ্দেশ্য সফল হবে। এটা ঝাড়খণ্ড। দেশের এমন রাজ্য, যার প্রতি কোণে আদিবাসী, দলিতেরা আছেন। রক্তের বিনিময়ে তাঁরা লড়াই করেছেন। আদিবাসীদের জোর এত কম নয়। এদের কাছে আদিবাসীদের চোখের জলের কোনও দাম নেই। বিজেপি নিজেদের অপকর্মের উপযুক্ত জবাব পাবে।

বিজেপির দ্বিচারিতা নিয়ে সংসদে কটাক্ষ শতাব্দীর

প্রতিবেদন : বিজেপির নারীবিদ্বেষ ও দ্বিচারী মানসিকতাকে লোকসভায় দাঁড়িয়ে কড়া সুরে বিঁধলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শতাব্দী রায়। তাঁর কথায়, রাজনীতি করবে বলে বিজেপি যে সব জায়গায় ভগবান রামের জয়ধ্বনি করছে, সেখানে মা সীতার স্থান নেই কেন? বিজেপির স্লোগানে মা সীতা কোথায়? নরেন্দ্র মোদি সরকার ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে নারীশক্তির নাম করে নাটক করে বলে লোকসভায় কটাক্ষ করলেন বীরভূমের তৃণমূল সংসদ শতাব্দী রায়।

সোমবার রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শতাব্দী রায় বলেন, বিজেপির আমলে দেশে নারীশক্তির নয়, পুরুষশক্তির একাধিপত্য ও স্বৈরাচার চলছে। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি তুলে ধরেন দেশের গর্ব মহিলা ক্রীড়াবিদদের যৌন হেনস্থা নিয়ে কেন্দ্রের নীরব থাকার প্রসঙ্গ। বলেন, এক পুরুষ বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সাক্ষী মালিকের মতো ক্রীড়াবিদ নিজের কেরিয়ার বলি দিলেন অথচ সেই সাংসদ স্বমহিমায় সংসদে আছেন। শতাব্দীর বক্তব্যে উঠে আসে বিলকিস বানোর প্রসঙ্গ। গুজরাতের বিজেপি নেতারা বিলকিসের ধর্ষকদের ফুল-মালা-মিষ্টি দিয়ে কীভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন তা দেখেছে গোটা দেশ। তৃণমূল সাংসদ বলেন, দেশে যেভাবে মহিলাদের উপর অপরাধের ঘটনা ঘটছে তা যথেষ্ট চিন্তার। মোদি সরকারের আমলে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, নারীসুরক্ষা শিকেয় উঠেছে বলে দাবি করেন শতাব্দী রায়। বলেন, সংসদে হামলা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংসদদের সাসপেন্ড হতে হয়, অথচ যে বিজেপি সাংসদের দেওয়া পাস হাতে নিয়ে ওই ব্যক্তিরা সংসদে ঢুকে স্মোক বম্ব ফাটিয়েছিল সেই বিজেপি সংসদ বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাংসদের কটাক্ষ, বিজেপির দাবি ভগবান রামকে নরেন্দ্র মোদি এনেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন। যে প্রধানমন্ত্রী ভগবান রামকে আনতে পারেন তিনি কেন নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, দেশের কালো টাকা দেশে ফেরাতে পারেন না, মোক্ষম প্রশ্ন তুললেন শতাব্দী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর ৮ থেকে ১২ মেট্রিক টন প্লাস্টিক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সমুদ্রের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ডেড জ়োন। যেখানে অক্সিজেন খুব থাকে না। ফলে মারা যাচ্ছে লক্ষাধিক সামুদ্রিক জীব

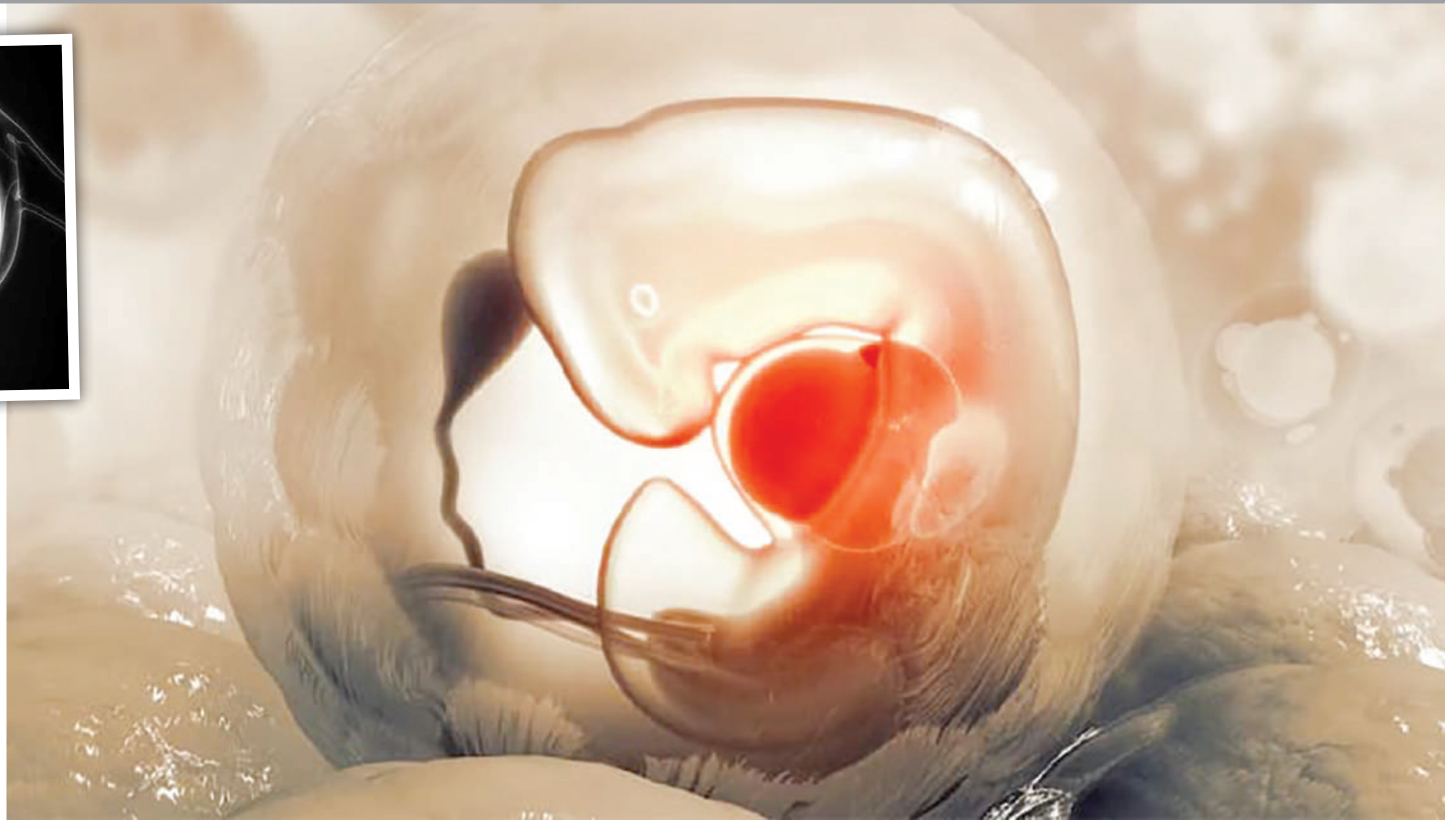

কৃত্রিম মানবভ্রূণ

কোনওরকম শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণুর সহায়তা ছাড়াই শুধুমাত্র স্টেমকোষ ব্যবহার করে কৃত্রিম ভ্রূণ তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। তাঁদের আশা, এই পথ অনুসরণ করেই পাওয়া যেতে পারে জটিল থেকে জটিলতম সমস্যার সহজ উত্তর। লিখছেন **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর প্রয়োজনকে স্রেফ পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র স্টেম কোষ ব্যবহার করে মানবভ্রূণ তৈরি করা যুগান্তকারী আবিষ্কার এর থেকে কিছু কম না। আর এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালটেকের বিজ্ঞানীরা। গবেষণাগারে তৈরি এই ভ্রূণ আধুনিক ভ্রূণের মতো উন্নত না হলেও বিজ্ঞানীদের আশা, এই পথ অনুসরণ করেই পাওয়া যেতে পারে জটিল থেকে জটিলতম সমস্যার সহজ উত্তর। জিনগত অসুখ, সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে গর্ভপাত— এ-ধরনের সব সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধান খুঁজতে সাহায্য করবে এই কৃত্রিম ভ্রূণ। তবে এই আবিষ্কারের পেছনে উঠছে প্রচুর নৈতিকতার প্রশ্ন, অনেক বাধানিষেধ, তাও বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এর পরীক্ষণের দ্বারা আগামী দিনে জিনগতভাবে ত্রুটিমুক্ত সন্তানের জন্ম দিতে।

কোথায় ও কীভাবে আবিষ্কার

আগেই বলেছি স্টেম কোষের কথা, এটি এমন একটি কোষ যেটি থেকে প্রায় সমস্ত ধরনের কোষ তৈরি করা যেতে পারে বা বলা ভাল গোটা একটা মানুষ তৈরি করা যেতে পারে, আর এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই মডেল ভ্রূণগুলি মানব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়গুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, মানব বিবর্তনের গোড়ার সময়ের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। ভ্রূণ সৃষ্টি তথা বিকাশের সমস্ত পর্যায়গুলিই ঘটে মাতৃগর্ভে, তাই বিকাশের কোন পর্যায়ে কী সমস্যা রয়েছে সেটি খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাই যদি কোনও কারণে জিনগত কোনও অসুখের শিকার হয় তা তাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়, সেটি থেকে সে মুক্তি পেতে পারে না, এমনকী এর কোনও সঠিক কারণও কারও জানা থাকে না। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় যে কোনও সুস্থ দম্পতির কোনও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মেছে। আর এর সংখ্যা কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে যার কারণ অজানা। কারণ ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা করা অনৈতিক এবং তাতে বিভিন্ন আইনি জটিলতাও রয়েছে। এটি তখনই সম্ভব যদি কোনও মৃত ভ্রূণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে গবেষণা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এর একমাত্র সহজ সমাধান হল যদি কোনও জীবিত ভ্রূণ পাওয়া যায়, আর সেটি পেতেই এইরূপ চেষ্টা। এখানে একটি কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে, গবেষণাগারে উৎপন্ন এই কৃত্রিম ভ্রূণে কোনও স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের সূচনা থাকে না, তবে কোষগুলি থেকে একটু একটু করে সাধারণত প্লাসেন্টা, কুসুমথলি এবং ভ্রূণ গঠিত হয়। আর এখানেই বিজ্ঞানীরা আশার আলো দেখতে পান আসলে, বৃদ্ধি-বিকাশ অব্যাহত থাকায় গবেষকরা আশা করেন, দেরিতে হলেও ভ্রূণটিতে হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের গঠন শুরু হবে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ম্যাগডালেনা জারনিকা-গোয়েটজেগ বোস্টনে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর স্টেম সেল রিসার্চের বার্ষিক সভায় একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষণে এই কাজটি তুলে ধরে বলেন— আমরা স্টেম কোষের পুনঃপ্রোগ্রামিং করে মানবভ্রূণের মতো মডেল তৈরি করতে পেরেছি। যদিও এই সিন্থেটিক ভ্রূণগুলি ক্লিনিকালভাবে ব্যবহার করার কোনও নিকট-মেয়াদি সম্ভাবনা নেই। এগুলিকে গর্ভে রোপণ করাও বেআইনি হবে এবং এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে এই ভ্রূণগুলি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের সব ক'টি ধাপ পার করলেও তা যথাযথভাবে পরিণতি পাবে কি না।

আগেই বলেছি যে ভ্রূণ নিয়ে গবেষণায় রয়েছে প্রচুর বিপত্তি, বিজ্ঞানীদের শুধুমাত্র ১৪ দিনের আইনি সীমা পর্যন্ত ল্যাবে ভ্রূণ চাষ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে জানতে হলে গর্ভাবস্থার স্ক্যান রিপোর্ট কিংবা কারও দান করা ভ্রূণ পরীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাই এইসব বাধানিষেধের কারণেই এখনও মানব জীবনের এই অধ্যায় এক প্রকার 'ব্ল্যাক বক্স' হয়ে রয়ে গিয়েছে। আর এই অন্ধকারে আলো ফেলতেই বিজ্ঞানীদের এত প্রচেষ্টা।

লন্ডনের ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের স্টেম সেল বায়োলজি এবং ডেভেলপমেন্টাল জেনেটিক্সের প্রধান রবিন লাভেল-ব্যাজ বলেন : স্টেম সেল ব্যবহার করে স্বাভাবিক মানবভ্রূণের বিকাশের মডেল তৈরি করার দ্বারা, অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এমনকী এই পদ্ধতিতে আমরা জীবনের প্রথম ধাপ সম্পর্কে চমকে যাওয়ার মতো বহু অজানা তথ্য জানতে পারি।

পূর্বে, ২০২২ সালে ইজরায়েলের ওয়েইজম্যান ইনস্টিটিউটের জারনিকা-গোয়েটজের দল এবং একটি প্রতিনিধি দল যৌথভাবে গবেষণা করে দেখিয়েছিল যে ইঁদুর থেকে স্টেম সেলগুলিকে অন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং একটি স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড-সহ প্রাথমিক ভ্রূণের মতো কাঠামোতে পরিণত হতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এরপর থেকে, এই কাজটিকে মানব মডেলে অনুবাদ করার জন্য একটি দৌড় চলছে, এবং বেশ কয়েকটি দল মানবভ্রূণ বিকাশের প্রথম দিকের ধাপগুলিকে নকল করতে সক্ষমও হয়েছে। মডেল স্ট্রাকচারটির, প্রতিটি একটি একক ভ্রূণীয় স্টেম সেল থেকে উত্থিত এবং গ্যাস্ট্রুলেশন নামক বিকাশের একটি মাইলফলক পার করতে সক্ষম। এমনকী ভ্রূণ কোষের একটি অবিচ্ছিন্ন শিট থেকে স্বতন্ত্র কোষ রেখা গঠনে এবং শরীরের মৌলিক অক্ষ স্থাপনেও এরা সক্ষম তবে এই পর্যায়ে এসেও, ভ্রূণের স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র বা মস্তিষ্কের সূচনা হয় না, যদিও মডেলটিতে থাকা আদি কোষের উপস্থিতি এটি প্রমাণ করে যে এগুলি ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর পূর্বসুরি কোষ।

কী কী বাধা রয়েছে

এই কাঠামোগুলি একটি জীবন্ত প্রাণীতে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তার উত্তর কিন্তু এখনও অজানা। ইঁদুরের স্টেম কোষ থেকে জন্মানো কৃত্রিম ভ্রূণগুলি প্রাকৃতিক ভ্রূণের সাথে প্রায় অভিন্ন বলে জানা গেছে। কিন্তু যখন তা স্ত্রী ইঁদুরের গর্ভে রোপণ করা হয়, তখন তারা জীবিত প্রাণীতে বিকশিত হয়নি। আবার, চিনের গবেষকরা বানরের কোষ থেকে কৃত্রিম ভ্রূণ তৈরি করেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক বানরের গর্ভে সেটি রোপণ করেন, যার মধ্যে কয়েকটিতে গর্ভাবস্থার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেও তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। যদিও বিজ্ঞানীদের কাছে এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে এই বিকাশে বাধা নিছক প্রযুক্তিগত নাকি এর পেছনে আরও মৌলিক বা জৈবিক কারণও রয়েছে।

ভবিষ্যৎ আশঙ্কা

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন মানুষের জীবনকে সহজ করে তোলে তেমনই জন্ম দেয় আশঙ্কার। যেমন এই আবিষ্কারের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হল, 'ডিজাইনার বেবি' উৎপাদন। যাদের ক্ষমতা আছে, তারা অর্থ ব্যয় করে 'সর্বগুণযুক্ত, নীরোগ, শক্তিশালী' সন্তানের বাবা-মা হবে। আর সেসব সন্তানই ভবিষ্যৎ বিশ্বে চালকের আসনে বসবে এবং তাদের কাছেই ক্রমাগত পর্যুদস্ত হতে থাকবে স্বাভাবিক প্রজননে জন্ম নেওয়া শিশু এবং পরবর্তীকালের নাগরিক। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে নয়, রাশ টানতে হবে তার ব্যবহারকারীর ওপর।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩২তম জন্মদিনে নেইমারের অস্বস্তি বাড়িয়ে মডেল গ্যাব্রিয়েলা গাসপারের দাবি, তাঁর কন্যাসন্তানের বাবা তারকা ফুটবলারই

সানজিদার গোল

■ **প্রতিবেদন :** ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে প্রথম গোল পেলেন সানজিদা আখতার। তবে গোল পেলেও দলকে হারের ধাক্কা থেকে বাঁচাতে পারলেন না তিনি। বাংলাদেশি সানজিদা হলেন ইস্টবেঙ্গলে সই করা প্রথম বিদেশি মহিলা ফুটবলার। স্পোর্টস ওড়িশার বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচে ভাল খেলেও গোল পাননি তিনি। সোমবার কিকস্টার্ট এফসির বিরুদ্ধেও ৩-১ গোলে হারে ইস্টবেঙ্গল। কিকস্টার্টের পক্ষে গোল করেন অরুণা, সোনিয়া এবং ক্যারিশমা। কিকস্টার্ট দলে সানজিদার সতীর্থ সাবিনা খাতুনও ছিলেন। আইডব্লুএলে খুব একটা ভাল জায়গায় নেই লাল-হলুদ। আট ম্যাচের মধ্যে ছয় ম্যাচই হেরেছে তারা।

উদ্বোধনে পাতিল

■ **প্রতিবেদন :** শহরে আসছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল। ১১ ফেব্রুয়ারি ভবানীপুর বালক সংঘের শতবর্ষের সূচনা হবে তাঁর হাত ধরেই। সোমবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে বালক সংঘের পক্ষে ঘোষণা করেন প্রাক্তন সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া। তাঁর উদ্যোগেই কলকাতায় আসছেন পাতিল। সারা বছর ধরে চলবে অনুষ্ঠান। থাকবে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস টুর্নামেন্টও। পাতিলের সঙ্গে মিডিয়ার কথা বলার ব্যবস্থাও করা হবে। অভিষেক ডালমিয়া জানান, কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানোর ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। একেবারে আইপিএলের ধাঁচে এই প্রতিযোগিতা হবে। সন্দীপ পাতিল এটা শুনে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

বিদ্রোহী লিগ

■ **বার্সেলোনা, ৩ ফেব্রুয়ারি :** সম্প্রতি আদালতের রায় গিয়েছে বিদ্রোহী ইউরোপিয়ান সুপার লিগ আয়োজনের পক্ষেই। এরপরই লিগ আয়োজন করতে জোর তৎপরতা শুরু করে দেয় বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট জো লাপোর্তার নেতৃত্বাধীন কমিটি। শনিবার বার্সা প্রধান জানিয়ে দিয়েছেন, সব কিছু ঠিক থাকলে পরের মরশুমেই ইউরোপিয়ান সুপার লিগ শুরু হবে। গত ডিসেম্বরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আদালত ফিফা এবং উয়েফার বিরুদ্ধে রায় দেয়। বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট লাপোর্তা বলেছেন, ‘‘আমরা আশাবাদী, ছবিটা আগামী কয়েক মাসে বদলাবে। পরের মরশুমে সুপার লিগ শুরু হতে পারে। নাহলে ২০২৫-২৬ মরশুমে। যদি সেটাও না হয়, তাহলে সবকিছু নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।’’

মেসির সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা ভিক্টরের মুখে

বুমোসকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন হাবাস

প্রতিবেদন : সুপার কাপজয়ী ইস্টবেঙ্গল টানা এগারো ম্যাচে অপরাজিত। আইএসএলে প্রথমবার ডার্বি ড্র রেখেছে তারা। লাল-হলুদ শিবিরে স্বস্তি, রবিবার ভোররাতে শহরে চলে এসেছেন বোরহা হেরেরার পরিবর্ত বিদেশি স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ভিক্টর ভাসকুয়েজ। অত রাতেও কয়েকজন লাল-হলুদ সমর্থক লিওনেল মেসির প্রাক্তন সতীর্থকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন। বার্সেলোনার প্রাক্তনীকে বরণ করেন ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজন প্রতিনিধি।

শহরে ভিক্টর।

কলকাতায় পা দিয়ে ভিক্টর তাঁর প্রাক্তন তারকা সতীর্থকে নিয়ে বলেছেন, ‘‘মেসি আমার খুব ভাল বন্ধু এবং ওই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার।’’ এরপরই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামার জন্য নিজের আগ্রহের কথা জানান ৩৭ বছরের স্প্যানিশ মিডিও। ভিক্টর বলেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে মাঠে নামার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই।’’

শনিবার নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক হবে ভিক্টরের। তবে সৌভিক চক্রবর্তীকে পরের ম্যাচেও ফেডারেশনের অদ্ভুত নিয়মে পাবে না ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপ ফাইনালে দেখা লাল কার্ডের নির্বাসন ধরা হবে আইএসএলেও। যেহেতু ফেডারেশনের টুর্নামেন্ট, তাই নর্থইস্ট ম্যাচেও খেলতে পারবেন না সৌভিক। ফলে কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতকে ডার্বির মতোই নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। বুধবার থেকে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করবে দল। তবে সোমবার থেকে মোহনবাগানে শুরু হয়েছে হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতি। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ডার্বিতে হুগো বুমোসকে বাদ দিয়েছিলেন কোচ অ্যান্তোনিও হাবাস। সোমবার অবশ্য দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেন বুমোস। তাঁকে আর খেলানো হবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ।

দলে অভিমন্যু, আকাশ দীপ

ফিরলেন শাহবাজ, আজ যাত্রা কেরলে

প্রতিবেদন : কেরল ম্যাচে পুরো দল নিয়ে নামবে বাংলা। কিন্তু পাঁচ ম্যাচে সাকুল্যে ১২ পয়েন্ট পাওয়া দলের জন্য এটা একটু দেরি হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে অনেকের।

রবিবারই ঘরের মাঠে মুম্বইয়ের কাছে ইনিংস ও ৪ রানে হেরেছে বাংলা। এতে যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে রঞ্জি নক আউট দূরের স্বপ্ন লাগছে। শেষ দুই ম্যাচ বোনাস নিয়ে জিতলেও বাংলা বড়জোর ২৬ পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরে তিরুবনন্তপুরমের উড়ানে ওঠার আগে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য মনে করিয়ে দিলেন, কেরল ম্যাচ সহজ হবে না। ওখানে সেন্ট জেভিয়ার্স মাঠে প্রতিপক্ষ দলে খেলবেন সঞ্জু স্যামসন, বাসিল থাম্পি, জলজ সাক্সেনা, শ্রেয়স গোপালদের মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের পোড়খাওয়ারা।

শাহবাজকে নিয়ে একটা রহস্য তৈরি হয়েছিল। এই দলের অনেকেই জানতেন না কোথায় তিনি। সেই শাহবাজ সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে ফোন করে জানিয়েছিলেন, তিনি কেরল ম্যাচে খেলবেন। শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি এনসিএ-তে ছিলেন। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, আকাশ দীপ, শাকিব গান্ধীকেও শুক্রবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে পাওয়া ম্যাচে পাওয়া যাবে। ঈশ্বরণ, আকাশরা সফর সেরে ফিরে এসেছেন। সোমবার এঁদের রেখেই কেরল ম্যাচের দল নির্বাচন হল। বাংলা শিবিরের আফসোস, প্রথম দলের চারজন ক্রিকেটারকে এই মরশুমের শুরুতে পাওয়া যায়নি! মুকেশ এখনও জাতীয় দলের সঙ্গে। এই ক্রিকেটাররাই কিন্তু গত কয়েক বছরে দু’বার বাংলাকে রঞ্জি ফাইনালে তুলেছেন, একবার সেমিফাইনালে।

তবু টিম ম্যানেজমেন্ট সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মহম্মদ কাইফকে বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছে। সৌরভ পাল প্রথম ম্যাচে ভাল শুরু করেছিলেন। অভিষেক পোড়েল ম্যাচুরিটি দেখাচ্ছেন। অঙ্কিত মিশ্রকে প্রতিভাবান ধরা হচ্ছে। কিন্তু আকাশ, মুকেশদের অনুপস্থিতিতে ঈশান পোড়েল এক নম্বর সিমারের দায়িত্ব নিতে পারেননি। প্রদীপ্ত প্রামাণিককেও আরও ভাল বল করতে হত। তিনি শাহবাজের অনুপস্থিতিতে একনম্বর স্পিনার হয়ে উঠতে পারেননি। কেরল ম্যাচে দলে অনেক পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

যশস্বী ও শুভমন থাকবে : শেহবাগ

বিশাখাপত্তনম, ৪ ফেব্রুয়ারি : তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে শিরোনামে যশস্বী জয়সওয়াল। ২২ বছরের মুম্বই ব্যাটারের দাপটের মধ্যেই টানা ব্যর্থতার পর বিশাখাপত্তনম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করে স্বস্তি দিয়েছেন আর এক তরুণ ব্যাটার শুভমন গিল। দু’জনকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় দলের প্রাক্তন দুই ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগ ও গৌতম গম্ভীর।

শেহবাগের ভবিষ্যদ্বাণী, আগামী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব ক্রিকেটে রাজ করবেন দুই তরুণ ক্রিকেটার। তবে যশস্বীর টেস্ট কেরিয়ার দারুণ শুরুর পর তাঁকে নিয়ে মাতামাতি চান না গম্ভীর। তরুণ ওপেনারের পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত হলেও সতর্ক গম্ভীরের বার্তা, যশস্বীকে খেলতে দিন। অযথা প্রত্যাশার চাপ তৈরি করবেন না।

শেহবাগ বলেছেন, ‘‘দুই তরুণ ব্যাটারকে দেখে খুব ভাল লাগছে। দু’জনের বয়স ২৫-এর নীচে। কঠিন পরিস্থিতিতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আগামী এক দশকেরও বেশি সময় বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করবে দুই তরুণ ব্যাটার।’’ বীরু দু’জনের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু যশস্বী ও শুভমনের ছবি দিয়েই নিজের বক্তব্য পোস্ট করেছেন।

অন্যদিকে, গম্ভীর বলেছেন, ‘‘তরুণ যশস্বীকে আমি অভিনন্দন জানাই ওর সাফল্যের জন্য। আমি বলতে চাই ওকে নিশ্চিন্তে খেলতে দেওয়া হোক। অতীতে আমরা দেখেছি, বিশেষ করে মিডিয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত মাতামাতি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অযথা একজন তরুণকে প্রত্যাশার চাপের মধ্যে ফেলে দিলে সে তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে না। তাই যশস্বীকে বেড়ে ওঠার এবং ক্রিকেট উপভোগ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।’’

ইস্টবেঙ্গল সরণি

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে উদ্বোধন হবে ‘ইস্টবেঙ্গল সরণি’-র। শিলিগুড়ির পর এবার জলপাইগুড়িতেও ক্লাবের নামে রাস্তা। আজ দুপুর ৩টেয় ক্লাবের নামাঙ্কিত রাস্তার উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলাররা।

প্রযুক্তিকে তোপ স্টোকসের

স্টোকসের রান আউট। এটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট, বলছেন অনেকে।

বিশাখাপত্তনম, ৫ ফেব্রুয়ারি : চতুর্থ দিন বেন স্টোকসের রান আউটই কি দ্বিতীয় টেস্টের টার্নিং পয়েন্ট? ইংরেজরা অন্তত তাই বলছেন। শ্রেয়স আইয়ার যেভাবে সরাসরি থ্রোয়ে স্টাম্প ভেঙে ইংল্যান্ড অধিনায়ককে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখিয়েছেন, তাতে ভারতের জয় সেখানেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। শ্রেয়সের সেলিব্রেশনেও ছিল বন্য উদযাপন! কারণ, স্টোকসই অসামান্য ক্যাচে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শ্রেয়সকে। তারই বদলা নিয়ে যেন উৎসবে মেতে ওঠেন ভারতীয় ব্যাটার। ম্যাচ হেরে অবশ্য নিজের রান আউটকে নয়, ওপেনার জ্যাক ক্রলির আউট নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন স্টোকস।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, ‘‘ক্রলির আউটের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভুল ছিল না। ওকে ভুল আউট দেওয়া হয়েছে। আমি বলছি না যে আউট না হলে আমরা টেস্ট জিতে যেতাম অথবা এটাই আমাদের হারের কারণ। আমার ব্যক্তিগত মত, এক্ষেত্রে প্রযুক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়নি।’’ চতুর্থ দিন সকালে ইংল্যান্ডের দু’জন ক্রিকেটার হোটেলে অসুস্থবোধ করেন। স্টোকস বলছেন, ‘‘সকালে ওঠার পর দু’জনের শরীর ভাল ছিল না। ভাইরাস সংক্রমণ কয়েকজনকে কাবু করে। তবে আমরা সেটা অজুহাত হিসেবে খাড়া করছি না। ম্যাচে দারুণ উত্তেজনা, ওঠা-পড়া ছিল। ছেলেদের নিয়ে গর্বিত। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলেও দারুণ লড়াই করেছে দল।’’

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

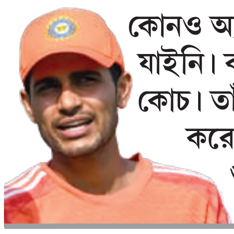

কোনও অ্যাকাডেমিতে যাইনি। বাবাই আমার কোচ। তাঁর সামনে সেঞ্চুরি করে আমি খুশি। দাবি শুভমন গিলের

মাঠে ময়দানে

শচীনের ফোন

■ **বিশাখাপত্তনম :** তৃতীয় কনিষ্ঠতম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরির নজির গড়েন ২২ বছরের যশস্বী জয়সওয়াল। এরপরই কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন যশস্বী। বিশাখাপত্তনমে টেস্ট জিতে উঠে তরুণ ব্যাটার ফাঁস করেছেন শচীনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কথা। যশস্বী বলেছেন, ''শচীন স্যারের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। স্যার আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলেছেন, এভাবেই পরিশ্রম করো এবং ব্যাট করে যাও। কেরিয়ারে আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। ধারাবাহিকতা ধরে রাখা জরুরি। স্যারের শুভেচ্ছাবার্তার জন্য ধন্যবাদ। শচীন স্যার আমার আদর্শ। ওঁকে শ্রদ্ধা করি।''

রাচিনের কীর্তি

■ **ওয়েলিংটন :** সাদা বলের ক্রিকেটের পর লাল বলের ক্রিকেটেও নিজের জাত চেনালেন রাচিন রবীন্দ্র। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরিকে ডাবল সেঞ্চুরিতে পরিণত করে নিউজিল্যান্ডের চতুর্থ ক্রিকেটার হলেন তিনি। সেই সঙ্গে স্পর্শ করলেন, মার্টিন ডনেলিস ম্যাথু সিনক্লেয়ার এবং ডেভন কনওয়ের রেকর্ড। ভারতে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপে ওপেনার হিসেবে চমক দিয়েছিলেন তরুণ এই কিউয়ি ব্যাটার। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে মিডল অর্ডারে নেমেও সফল হলেন তিনি। প্রথমে কেন উইলিয়ামসন এবং পরে ডেরিল মিচেলের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলের স্কোর এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। ৩৬৬ বলে ২৪০ রানের ইনিংস খেলেছেন রাচিন। মেরেছেন ২৬ চার, তিনটি ছয়। রাচিনের ডাবল সেঞ্চুরিতে ভর করে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড তোলে ৫১১।

জয়ী শ্রীলঙ্কা

■ **কলম্বো :** আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক টেস্টের সিরিজে ১০ উইকেটে জয় পেল শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৫৬ রান। যা কোনও উইকেট না হারিয়েই তুলে দেন দিমুথ করুনারত্নে (৩২) এবং নিশান মাদুশকা (২২)। দ্বিতীয় ইনিংসে আফগানিস্তান তোলে ২৯৬ রান। শ্রীলঙ্কার প্রবাথ জয়সূর্য পাঁচ উইকেট শিকার করেন। শুরুতে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে আফগানিস্তানের তোলা ১৯৮ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কা তুলেছিল ৪৩৯ রান। রহমত শাহ (৯১) আফগানিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন। শ্রীলঙ্কার হয়ে জোড়া সেঞ্চুরি করেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ (১১৪), দিনেশ চান্দিমল (১০৭)।

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে আমেরিকায়, শুরু মেক্সিকোয়

জুরিখ, ৫ ফেব্রুয়ারি : মেক্সিকোর ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজটেকা স্টেডিয়ামের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ। ১১ জুন ৮৩ হাজার দর্শকের সামনে মেক্সিকো তাদের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবে। ফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১৯ জুলাই।

জুরিখে ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের এই সূচি ঘোষণা করেছে। তাদের ওয়েবসাইট থেকে এটা জানা গিয়েছে যে, আসন্ন বিশ্বকাপে মোট ১০৪টি খেলা হবে তিন দেশের ১৬টি শহরে। বিশ্বকাপে অংশ নেবে ৪৮টি দল। সংখ্যাটা বেড়েছে কারণ ৩২ থেকে এবার ৪৮টি দল করা হয়েছে।

মেক্সিকো ছাড়া এবারের বিশ্বকাপের বাকি দুটি আয়োজক দেশ হল কানাডা ও আমেরিকা। ১২ জুলাই কানাডা প্রথম ম্যাচ খেলবে টরন্টোতে। একই দিনে আমেরিকা প্রথম ম্যাচ খেলবে লস অ্যাঞ্জেলসে। মেক্সিকোয় এর আগে দু'বার বিশ্বকাপ হয়েছে। ১৯৭০ ও ১৯৮৬-তে এককভাবে বিশ্বকাপের আয়োজন করলেও এবার মেক্সিকো আমেরিকা ও কানাডার সঙ্গে যৌথ আয়োজক।

মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজটেকা স্টেডিয়াম। এখানেই বিশ্বকাপের উদ্বোধন।

কানাডা এর আগে মহিলা বিশ্বকাপ ও যুব স্তরের টুর্নামেন্ট করলেও এই প্রথম এমন মেগা টুর্নামেন্টের আয়োজন করবে। আমেরিকা অবশ্য ১৯৯৪-এর পর দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের দায়িত্ব পেয়েছে।

ফিফা জানিয়েছে, মায়ামি তৃতীয়স্থান নির্ধারক ম্যাচ করবে। সেমিফাইনাল হবে ডালাস ও আটলান্টায়। ডালাসে সবথেকে বেশি ৯টি ম্যাচ হবে। জানা গিয়েছে, উদ্বোধনী দিনে দুটি খেলা হবে মেক্সিকো সিটি ও গুয়াদালাজারায়। ফিফা সভাপতি ইনফ্যান্তিনো বলেছেন, অসাধারণ বিশ্বকাপ এখন আর স্বপ্ন নয়, সেটা বাস্তব। খেলোয়াড় ও সমর্থকরা এখন থেকেই বিশ্বকাপের পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন।

মাদ্রিদ ডার্বিতে ফের হোঁচট খেল রিয়াল

মাদ্রিদ, ৫ ফেব্রুয়ারি : মাদ্রিদ ডার্বিতে ফের অ্যাটলেটিকো কাঁটায় বিদ্ধ রিয়াল। কার্লো আনচেলোত্তির দল লা লিগায় প্রথম পর্বের ডার্বিতে দিয়েগো সিমিওনের দলের কাছে ১-৩ গোলে হেরেছিল। ঘরের মাঠে বদলার ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে জয় হাতছাড়া করল রিয়াল মাদ্রিদ। বেনাবিউতে রিয়াল-অ্যাটলেটিকো ম্যাচ ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা জিরোনার থেকে পয়েন্টের ব্যবধান কমল জুড বেলিংহ্যামদের।

জিরোনা তাদের শেষ ম্যাচ ড্র করায় রিয়ালের সামনে চার পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু আনচেলোত্তির দল সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। দু'দলই ২৩টি করে ম্যাচ খেলেছে। রিয়াল (৫৮) মাত্র দু'পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে জিরোনার (৫৬) থেকে। নিজেদের ঘরের মাঠে এদিন রিয়ালেরই দাপট ছিল। ২০ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। কিন্তু খেলার যোগ করা সময়ে মার্কোস লোরেন্তের গোলে সমতা ফেরায় অ্যাটলেটিকো। ইতালীয় সিরি 'এ'-তে খেতাবি লড়াইয়ে ইন্টার মিলানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জুভেন্টাস। কিন্তু লিগে ইন্টারের জয়রথ ছুটছে। ইউরোপের 'ওল্ড লেডিজ' জুভেন্টাসকে ১-০ গোলে হারিয়ে লিগের শীর্ষস্থান মজবুত করল ইন্টার। ২২ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট তাদের। জুভেন্টাস ২৩ ম্যাচে ৫৩। তবে সান সিরোতে এদিনের লড়াই হয়েছে সমানে-সমানে। ফেডেরিকো গাত্তির আত্মঘাতী গোলে জিতেছে ইন্টার।

দিয়াজের গোল উৎসব। মাদ্রিদ ম্যাচে।

১৯ বিশ্বকাপে আজ সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা

জিতলেই ফাইনাল

ব্লুমফন্টেইন, ৫ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামছে অপ্রতিরোধ্য ভারত। গ্রুপ পর্ব থেকে সুপার সিক্স পর্বে একটাও ম্যাচ হারেনি ভারত। সুপার সিক্স পর্বে নিউজিল্যান্ড ও নেপালকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে নক আউট পাকা করেন উদয় সাহারানরা। আগের ম্যাচে দুর্বল নেপালের বিরুদ্ধে ভারত অধিনায়ক সাহারান এবং শচীন দাস সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন সৌমি পাণ্ডে। ইতিমধ্যেই তাঁর দখলে ১৬টি উইকেট। এছাড়াও সরফরাজ খানের ভাই মুশির খান ব্যাটে-বলে ফর্মে আছেন। পাঁচ ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় ৩৩৪ রান করে শীর্ষে আছেন তিনি। পিছিয়ে নেই রাজ লিম্বানি, আর্শিন কুলকার্নিরাও। তাই ভারতের সামনে ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ খেতাব জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে, আয়োজক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ জিতেছে একবার।

মেসি না খেলায় বিদ্রুপ ও বিতর্ক

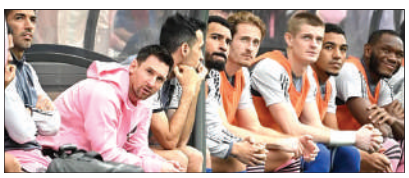

হংকংয়ে সতীর্থদের সঙ্গে মেসি।

ভিক্টোরিয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : হংকংয়ের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে না নামায় লিওনেল মেসিকেও বিদ্রুপ শুনতে হল। দর্শকদের ক্ষোভ, বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়েছে মায়ামির অন্যতম মালিক ডেভিড বেকহ্যামকেও। শুধু তাই নয়, মেসি না খেলায় ম্যাচের আয়োজকদের কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছে হংকং সরকার।

ম্যাচ দেখতে হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহও ছিল দারুণ। এক হাজার হংকং ডলার খরচ করে টিকিট কেটেছিলেন দর্শকরা। ৩৮ হাজার দর্শকাসনের স্টেডিয়াম। কিন্তু যাঁর খেলা দেখার জন্য মাঠে এসেছিলেন দর্শকরা, সেই মেসিকেই নামানো হয়নি। খেলানো হয়নি লুইস সুয়ারেজকেও। ডাগ আউটে বসে থাকা মেসিকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রুপ করেন ভক্তরা। টিকিটের দাম ফেরত দেওয়ার দাবি জানান দর্শকরা। ইন্টার মায়ামি ৪-১ গোলে ম্যাচ জেতে। বাঁশি বাজার পর স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাতে গেলে বেকহ্যামকেও ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। হংকং সরকার বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''মেসি না খেলায় সরকার ও ফুটবলভক্তরা আয়োজকদের উপর হতাশ। তাদের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।''

১৬
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

6 February, 2024 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃতীয় টেস্টে বিরাট কি ফিরবেন?

বিশাখাপত্তনমে ম্যাচের শেষে আলোচনায় রোহিত, দ্রাবিড় ও আগারকর

ম্যাচের সেরা

বোলিংয়ের হাতেখড়ি ইয়র্কারেই : বুমরা

বিশাখাপত্তনম, ৫ ফেব্রুয়ারি : টম হার্টলির উইকেট তুলে নিয়েই দু'হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন জসপ্রীত বুমরা। ভারতের সিরিজে সমতা ফেরানোর জয়ে নায়ক তিনি। দ্বিতীয় টেস্টে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা। প্রথম ইনিংসে অসাধারণ এক ইনসুইং ইয়র্কারে অলি পোপের তিনটে স্টাম্প ছিটকে দিয়েছিলেন। বুমরার এই ডেলিভারি নিয়ে আলোচনা চলছেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে বুমরা জানালেন, ইয়র্কারই সেই ডেলিভারি যা তিনি প্রথম শিখেছিলেন।

ব্যতিক্রমী বোলিং অ্যাকশন এবং গতি-সুইং-ইয়র্কারে বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলারের তকমা এখন বুমরার নামের পাশে। পুরনো বলে রিভার্স সুইং করার মতো শিল্পও দারুণভাবে আয়ত্ত করেছেন ভারতীয় তারকা পেসার। বুমরা বললেন, ''আমি নম্বর নিয়ে কখনও ভাবি না। তরুণ ছিলাম যখন, এসব নিয়ে ভাবতাম এবং উত্তেজিত হতাম। কিন্তু এখন মনে হয় ওটা বাড়তি চাপ। শুরুর দিনগুলোয় আমি প্রথম যে ডেলিভারি শিখেছিলাম সেটা ইয়র্কার। কিংবদন্তিদের দেখতাম আর শেখার চেষ্টা করতাম। ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনিস এবং জাহির খানদের অনুসরণ করতাম।'' বুমরা বলছেন, ''টেস্ট ক্রিকেটে আমরা একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দলের তরুণদের যেভাবে পারি সাহায্য করি। রোহিত শর্মার সঙ্গে অনেকদিন খেলছি। আমরা ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদান করি।'' জিমি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তাঁর কোনও প্রতিযোগিতা আছে? উত্তরে তিনি বলেন, ''না! একেবারেই নয়।''

বাজবল উড়িয়ে সমতায় ভারত

ভারত ৩৯৬ ও ২৫৫, ইংল্যান্ড ২৫৩ ও ২৯২

বিশাখাপত্তনম, ৫ ফেব্রুয়ারি : হায়দরাবাদ থেকে বিশাখাপত্তনম। খুব বেশি দূরত্ব নয়। কিন্তু এটুকুর মধ্যেই ইংল্যান্ডের প্রবল বাহুবলী বাজবল মুখ থুবড়ে পড়ল।

জিমি অ্যান্ডারসন আগেরদিন বলেছিলেন, তাঁরা ছ'শো তাড়া করতে প্রস্তুত। বাস্তবে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের মধ্যে সেই জোশ দেখা গেল না। সকালে ৬৭-১ নিয়ে খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড দুটো সেশনের মধ্যে গুটিয়ে গেল ২৯২ রানে। ৩৯৯ রান তাড়া করতে নেমে বেন স্টোকসরা হেরে গেলেন ১০৬ রানে। এতে সিরিজে আবার ফিরে এল ভারত। হায়দরাবাদের হারের পর এখানে জয়। সিরিজ এখন ১-১।

এই সিরিজের আগে বাজবল নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। বাজবল মানে হল আক্রমণাত্মক মেজাজে টেস্ট ক্রিকেট। এই থিওরিতে হালফিলের ক্রিকেটে অনেক সাফল্য পেয়েছে ইংল্যান্ড। ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ইংল্যান্ডের কোচ হয়ে আসার পর থেকে চালু হয়েছে এই থিওরি। তবে বাজবল যেমন ইংল্যান্ডকে সাফল্য দিয়েছে, তেমনই ব্যর্থতাও সঙ্গী হয়েছে তাদের। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ইনিংসে জ্যাক ক্রলি (৭৩) ছাড়া আর কেউ দাঁড়াতেই পারেননি।

মাত্র দুটো সেশনের মধ্যে ইংল্যান্ডের ন'টি উইকেট পড়েছে সোমবার। একদিকে ক্রলি যখন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, তখন উল্টোদিকে পরপর আউট হয়েছেন সবাই। রোহিত শর্মা এই জয়ের জন্য বোলারদের প্রশংসা করেছেন। জসপ্রীত বুমরা ম্যাচের সেরা হয়েছেন ন'টি উইকেট নিয়ে। তাঁর সঙ্গে লড়াই ছিল ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি করা যশস্বী জয়সওয়াল ও শুভমন গিলের। রোহিত পরে বলেন, এই পরিস্থিতিতে জেতা সহজ ছিল না। বোলারদের এগিয়ে আসতে হত। তাঁরা সেটাই করেছেন। একদিকে যেমন বুমরা উইকেট নিয়েছেন, তেমনই অশ্বিনও দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নেন।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে অশ্বিনের তিন উইকেটের পাশে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বুমরা নিয়েছেন ৪৬ রানে তিন উইকেট। এছাড়া একটি করে উইকেট নিয়েছেন অক্ষর ও কুলদীপ। ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস দাবি করেছেন, তাঁরা মনে করেছিলেন এই রান তাড়া করে তুলে ফেলবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। তবে ক্রলি কঠিন পরিস্থিতিতেও উইকেটের দু'পাশে চমৎকার শট খেলেছেন।

জয়ের উল্লাস ভারতীয় ক্রিকেটারদের। বিশাখাপত্তনমে সোমবারের ছবি।

সকালে নিজের প্রথম বলে নাইট ওয়াচম্যান রেহান আমেদ ফিরে যান ২৩ রানে। প্রথম টেস্টের নায়ক অলি পোপের ব্যাট থেকেও এসেছে ওই একই রান। এছাড়া জো রুট (১৬) নিজের স্বাভাবিক খেলা থেকে বেরিয়ে এসে অশ্বিনকে তুলে মারতে গিয়ে উঁচু ক্যাচ দিয়ে গেলেন অক্ষরকে। রুট তাঁর প্রথম দুটি স্কোরিং শট খেলেন রিভার্স সুইপে। সকালের সেশনে ইংল্যান্ড ১২৭ রান তুললেও হারিয়ে বসেছিল পাঁচ উইকেট। অধিনায়ক স্টোকস (১১) শ্রেয়সের ডাইরেক্ট থ্রোতে রান আউট হয়েছেন। পরেরদিকে শুধু বেন ফোকস ও টম হার্টলি রান পেয়েছেন। দু'জনেই ৩৬ রান করেছেন।

বুমরা হার্টলিকে তুলে নিয়ে খেলা শেষ করে দেন। তার আগে ক্রলি কুলদীপের বলে ডিআরএস কলে লেগ বিফোর হয়েছেন। দ্বিতীয় দফায় তিন উইকেট নিয়ে অশ্বিনের টেস্ট উইকেটের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৯৯। তাঁকে আর একটি উইকেটের জন্য রাজকোট টেস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেখানে তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। জানা গিয়েছে রাজকোট মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামের উইকেটেও স্পিনের আমন্ত্রণ থাকবে না। বরং বিশাখাপত্তনমের মতো স্পোর্টিং উইকেট দেখা যেতে পারে।

খোলা মনে খেলো, রোহিত পাশে দাঁড়ালেন তরুণদের

বিশাখাপত্তনম, ৫ ফেব্রুয়ারি : প্রথম একাদশে এমন আটজন খেলোয়াড় রয়েছে যাঁদের সবার মিলিত অভিজ্ঞতা মাত্র ৬৮ টেস্টের। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন এখনও ১০টা টেস্টও খেলেননি। দ্বিতীয় টেস্ট দাপটে জিতে ইংল্যান্ড সিরিজে প্রত্যাবর্তনের পর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা পাশে দাঁড়ালেন দলের তরুণ ব্রিগেডের। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট হারের পর যাঁদের নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, ধেয়ে এসেছিল সমালোচনার তির।

ইংল্যান্ডকে ১০৬ রানে হারিয়ে উঠে রোহিত বলেছেন, ''আমি গর্বিত তরুণ এই দলটাকে নিয়ে। ইংল্যান্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে এই স্তরের ক্রিকেটে ওরা নিজেদের মেলে ধরার চেষ্টায় ত্রুটি রাখেনি। ওদের সময় দিতে হবে। ইংল্যান্ড গত দু'বছর ধরে ভাল ক্রিকেট খেলছে। প্রথম টেস্ট হারের পর দ্বিতীয় টেস্টে ফিরে আসা সহজ ছিল না। বিশেষ করে আমাদের দলের অনেক ক্রিকেটারের বেশি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই। তার পরেও ওরা ভাল খেলেছে। আমি চাই, ওরা কোনও চাপ না নিয়ে খোলা মনে খেলুক। উপভোগ করুক খেলা।''

এখনও অনেক ফাঁক ভরাট করতে চান রোহিত। ভারত অধিনায়কের কথায়, ''কয়েকজন ব্যাটারের ইনিংসের

শুরুটা ভাল হয়েছে। কিন্তু বড় রান করতে পারেনি। আমি জানি, ওদের অনেকেরই বয়স কম। খুব বেশিদিন খেলছে না। তারপরেও বুঝতে হবে, টেস্টে ভাল করতে হলে বড় রান করতে হবে। এক বা দু'জনের উপর ভরসা করলে হবে না।''

আলাদা করে জসপ্রীত বুমরা ও যশস্বী জয়সওয়ালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রোহিত। বলেন, ''বুমরা আমাদের চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়। ও এমন একজন বোলার যাকে যে কোনও সময় বল করতে পাঠানো যায়। যশস্বী প্রথম ইনিংসে অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছে। ও খুব ভাল খেলোয়াড়। সবে শুরু, এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। আশা করি, পা মাটিতে রেখে চলবে।''

ঈশানকে বার্তা

বিশাখাপত্তনম, ৫ ফেব্রুয়ারি : ঈশান কিশানের প্রতি কড়া অবস্থান বদলায়নি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে ঈশানই সেরা বিকল্প হতে পারতেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ড কিপার-ব্যাটারের আচরণে খুশি নয় ম্যানেজমেন্ট। ব্যক্তিগত কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে ছুটি নেওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরেননি ঈশান। রঞ্জি ট্রফিতে খেলার নির্দেশও অমান্য করেছেন। ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কঠোর বার্তা, আগে খেলতে হবে তবেই জাতীয় দলের জন্য ভাবা হবে। বিশাখাপত্তনমে সাংবাদিক বৈঠকে এসে দ্রাবিড় বেশ কড়া সুরেই শুনিয়ে দিলেন, ''আমরা কারও সামনে দলে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দিই না। ঈশান বিশ্রাম চেয়েছিল। ও সেটা পেয়েছে। যখন ও ভারতীয় দলে খেলার জন্য তৈরি হবে, নিশ্চয়ই ওকে ভাবা হবে। আমি বলিনি যে ওকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে। আমি বলেছি, খেলার জন্য ওকে তৈরি হতে হবে এবং কিছু ক্রিকেট খেলেই ওকে ফিরতে হবে। এই নয় যে আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি না। কিন্তু সে তো খেলা শুরু করেনি। ঈশান তৈরি হলে তখন বিকল্প বাড়বে।'' তবে দ্রাবিড় বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভরতের উইকেটকিপিংয়ে দল সন্তুষ্ট হলেও তাঁর ব্যাটে নিয়মিত রান চায় দল। বিরাট কোহলি তৃতীয় টেস্টে খেলবেন কি না, তা নিয়েও দ্রাবিড়ের মন্তব্যে ধোঁয়াশা। ভারতের হেড কোচ বলেছেন, ''এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচকরাই ভাল দিতে পারবেন। বিরাটের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখব, কী পরিস্থিতি।'' এদিকে, শুভমন গিল জানিয়েছেন, আঙুলে চোটের কারণে ইঞ্জেকশন নিয়ে ব্যাট করেই সেঞ্চুরি করেছেন। ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পান। ৩-৪ দিন বিশ্রাম নিয়ে রাজকোটে পরের টেস্ট খেলতে পারবেন।